BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

BUKHARI SHARIF (3rd VOLUME)

BANGLA TRANSLATION

NET RELEASE BY : WWW.BANGLAINTERNET.COM

PART : SAOM

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

كِتَابُ الصَّوْمِ

অধ্যায় ঃ সাওম

١١٨٣ بَابُ وُجُوْبِ صَوْمِ رَمَضَانَ وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ .

১১৮৩. পরিচ্ছেদ ঃ রমযানের সাওম ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গে। মহান আল্লাহর বাণী ঃ হে মু'মিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়াম ফরয করা হল, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যেন তোমরা মুত্তাকী হও (২ ঃ ১৮৩)

١٧٧٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِيْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَنَّ اَعْرَابِيًّا جَاءَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثَائِرَ الرَّاْسِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِيْ مَاذَا فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلٰوةِ فَقَالَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا فَقَالَ اَخْبِرْنِيْ مَاذَا فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ فَقَالَ شَهْرُ رَمَضَانَ اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا فَقَالَ اَخْبِرْنِيْ مَاذَا فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ فَاَخْبَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَرَائِعَ الْاِسْلَامِ قَالَ وَالَّذِيْ اَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ لَا اَتَطَوَّعُ شَيْئًا وَلَا اَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيَّ شَيْئًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْلَحَ اِنْ صَدَقَ اَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ اِنْ صَدَقَ .

১৭৭০ কুতায়বা ইবন সা'ঈদ (র)... তালহা ইবন 'উবায়দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, এলোমেলো চুলসহ একজন গ্রাম্য আরব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলেন। তারপর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে বলুন, আল্লাহ তা'আলা আমার উপর কত সালাত ফরয করেছেন? তিনি বললেন ঃ পাঁচ (ওয়াক্ত) সালাত; তবে তুমি যদি কিছু নফল আদায় কর তা স্বতন্ত্র কথা। এরপর তিনি বললেন, বলুন, আমার উপর কত সিয়াম আল্লাহ তা'আলা ফরয করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ রমযান মাসের সাওম; তবে তুমি যদি কিছু নফল সিয়াম আদায় কর তা হল স্বতন্ত্র কথা। এরপর তিনি বললেন, বলুন, আল্লাহ আমার উপর কি পরিমাণ যাকাত ফরয করেছেন? রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে ইসলামের বিধান জানিয়ে দিলেন। এরপর তিনি বললেন, ঐ সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে সম্মানিত করেছেন, আল্লাহ আমার উপর যা ফরয করেছেন, আমি এর

banglainternet.com

মাঝে কিছু বাড়াব না এবং কমাবও না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ সে সত্য বলে থাকলে সফলতা লাভ করল কিংবা বলেছেন, সে সত্য বলে থাকলে জান্নাত লাভ করল।

١٧٧١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ صَامَ النَّبِىُّ ﷺ عَاشُوْرَاءَ وَاَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ لاَ يَصُوْمُهُ اِلاَّ اَنْ يُوَافِقَ صَوْمَهُ .

১৭৭১ মুসাদ্দাদ (র)... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ 'আশূরার দিন সিয়াম পালন করেছেন এবং এ সিয়ামের জন্য আদেশও করেছেন। পরে যখন রমযানের সিয়াম ফরয হল তখন তা ছেড়ে দেওয়া হয়। 'আবদুল্লাহ (র) এ সিয়াম পালন করতেন না, তবে মাসের যে দিনগুলোতে সাধারণত সিয়াম পালন করতেন, তার সাথে মিল হলে করতেন।

١٧٧٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ اَنَّ عِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ اَنَّ عُرْوَةَ اَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصُوْمُ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِصِيَامِهِ حَتّٰى فُرِضَ رَمَضَانُ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ شَاءَ اَفْطَرَ .

১৭৭২ কুতায়বা ইবন সা'ঈদ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, জাহিলী যুগে কুরায়শগণ 'আশূরার দিন সাওম পালন করত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও পরে এ সাওম পালনের নির্দেশ দেন। অবশেষে রমযানের সিয়াম ফরয হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ যার ইচ্ছা 'আশূরার সিয়াম পালন করবে এবং যার ইচ্ছা সে সাওম পালন করবে না।

١١٨٤ بَابُ فَضْلِ الصَّوْمِ

১১৮৪. পরিচ্ছেদ ঃ সাওমের ফযীলত

١٧٧٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ وَاِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ اَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّى صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ اَجْلِىْ الصِّيَامُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا .

১৭৭৩ 'আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সিয়াম ঢাল স্বরূপ। সুতরাং অশ্লীলতা করবে না এবং মূর্খের মত কাজ করবে না। যদি কেউ তার সাথে ঝগড়া করতে চায়, তাকে গালি দেয়, তবে সে যেন দুই বার বলে, আমি সাওম পালন করছি। ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, অবশ্যই সাওম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিসকের গন্ধের চাইতেও উৎকৃষ্ট, সে

banglainternet.com

আমার জন্য আহার, পান ও কামাচার পরিত্যাগ করে। সিয়াম আমারই জন্য। তাই এর পুরস্কার আমি নিজেই দান করব। আর প্রত্যেক নেক কাজের বিনিময় দশ গুণ।

١١٨٥ بَابُ الصَّوْمُ كَفَّارَةٌ

১১৮৫. পরিচ্ছেদ ঃ সাওম (গোনাহের) কাফফারা

١٧٧٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا جَامِعٌ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَنْ يَحْفَظُ حَدِيْثًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ قَالَ حُذَيْفَةُ اَنَا سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِيْ اَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ قَالَ لَيْسَ اَسْاَلُ عَنْ هٰذِهِ اِنَّمَا اَسْاَلُ عَنِ الَّتِيْ تَمُوْجُ كَمَا يَمُوْجُ الْبَحْرُ قَالَ وَاِنَّ دُوْنَ ذٰلِكَ بَابًا مُغْلَقًا قَالَ فَيُفْتَحُ اَوْ يُكْسَرُ قَالَ يُكْسَرُ قَالَ ذَاكَ اَجْدَرُ اَنْ لاَ يُغْلَقَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قُلْنَا لِمَسْرُوْقٍ سَلْهُ اَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنِ الْبَابُ فَسَاَلَهُ فَقَالَ نَعَمْ كَمَا يَعْلَمُ اَنَّ دُوْنَ غَدِ اللَّيْلَةَ .

১৭৭৪ 'আলী ইবন 'আবদুল্লাহ (র)... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন 'উমর (রা) বললেন, ফিতনা সম্পর্কিত নবী ﷺ-এর হাদীসটি কার মুখস্থ আছে? হুযায়ফা (রা) বললেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, পরিবার, ধন-সম্পদ এবং প্রতিবেশীই মানুষের জন্য ফিতনা। সালাত, সিয়াম এবং সদকা এর কাফফারা হয়ে যায়। 'উমর (রা) বললেন, এ ফিতনা সম্পর্কে আমি জিজ্ঞাসা করছি না, আমি তো জিজ্ঞাসা করেছি ঐ ফিতনা সম্পর্কে, যা সমুদ্রের ঢেউয়ের মত আন্দোলিত হতে থাকবে। হুযায়ফা (রা) বললেন, এ ফিতনার সামনে বন্ধ দরজা আছে। 'উমর (রা) বললেন, এ দরজা কি খুলে যাবে, না ভেঙ্গে যাবে? হুযায়ফা (রা) বললেন, ভেঙ্গে যাবে। 'উমর (রা) বললেন, তাহলে তো তা কিয়ামত পর্যন্ত বন্ধ হবে না। আমরা মাসরূক (র)-কে বললাম, হুযায়ফা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করুন, 'উমর (রা) কি জানতেন, কে সেই দরজা? তিনি বললেন, হাঁ, তিনি এরূপ জানতেন যে রূপ কালকের দিনের পূর্বে আজকের রাত।

١١٨٦ بَابُ الرَّيَّانُ لِلصَّائِمِيْنَ

১১৮৬. সাওম পালনকারীর জন্য রায়্যান

١٧٧٥ حَدَّثَنَا خَالِدُ ابْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَيَدْخُلُ مِنْهُ اَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ اَيْنَ الصَّائِمُوْنَ فَيَقُوْمُوْنَ لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ اَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَاِذَا دَخَلُوْا اُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ اَحَدٌ .

banglainternet.com

১৭৭৫ খালিদ ইবন মাখলাদ (র)... সাহল (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন ঃ জান্নাতে রায়্যান নামক একটি দরজা আছে। এ দরজা দিয়ে কিয়ামতের দিন সাওম পালনকারীরাই প্রবেশ করবে। তাদের ছাড়া আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা দেওয়া হবে, সাওম পালনকারীরা কোথায়? তখন তারা দাঁড়াবে। তারা ছাড়া আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। তাদের প্রবেশের পরই দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। যাতে এ দরজাটি দিয়ে আর কেউ প্রবেশ না করে।

١٧٧٦ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ نُوْدِيَ مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللّٰهِ هٰذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ اَبُوْبَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا عَلٰى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الْاَبْوَابِ مِنْ ضَرُوْرَةٍ فَهَلْ يُدْعٰى اَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْاَبْوَابِ كُلِّهَا قَالَ نَعَمْ وَاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ .

১৭৭৬ ইবরাহীম ইবন মুনযির (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে কেউ আল্লাহর পথে জোড়া জোড়া ব্যয় করবে তাকে জান্নাতের দরজাসমূহ থেকে ডাকা হবে, হে আল্লাহর বান্দা! এটাই উত্তম। অতএব যে সালাত আদায়কারী, তাকে সালাতের দরজা থেকে ডাকা হবে। যে মুজাহিদ, তাকে জিহাদের দরজা থেকে ডাকা হবে। যে সিয়াম পালনকারী, তাকে রায়্যান দরজা থেকে ডাকা হবে। যে সদকা দানকারী, তাকে সদকার দরজা থেকে ডাকা হবে। এরপর আবূ বাকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান, সকল দরজা থেকে কাউকে ডাকার কোন প্রয়োজন নেই, তবে কি কাউকে সব দরজা থেকে ডাকা হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ হাঁ। আমি আশা করি তুমি তাদের মধ্যে হবে।

١١٨٧ بَابٌ هَلْ يُقَالُ رَمَضَانُ اَوْ شَهْرُ رَمَضَانَ وَمَنْ رَاٰى كُلَّهُ وَاسِعًا وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَالَ لَا تُقَدِّمُوْا رَمَضَانَ

১১৮৭. পরিচ্ছেদ ঃ রমযান বলা হবে, না রমযান মাস বলা হবে? আর যাদের মতে উভয়টি বলা যায়। নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রমযানে সিয়াম পালন করবে এবং আরো বলেছেন ঃ তোমরা রমযানের আগে সিয়াম পালন করবে না

banglainternet.com

١٧٧٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِيْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ .

১৭৭৭ কুতায়বা (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যখন রমযান আসে তখন জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়।

١٧٧٨ حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ثَنِيْ ابْنُ اَبِيْ اَنَسٍ مَوْلَى التَّيْمِيِّيْنَ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ .

১৭৭৮ ইয়াহইয়া ইবন বুকায়র (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ রমযান আসলে আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয় আর শৃংখলিত করে দেয়া হয় শয়তানগুলোকে।

١١٨٨ بَابُ رُؤْيَةِ الْهِلاَلِ

১১৮৮. পরিচ্ছেদ ঃ চাঁদ দেখা

١٧٧٩ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَالِمٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَصُوْمُوْا وَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَاَفْطِرُوْا فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ وَقَالَ غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِيْ عُقَيْلٌ وَيُوْنُسُ لِهِلاَلِ رَمَضَانَ .

১৭৭৯ ইয়াহইয়া ইবন বুকায়র (র)... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যখন তোমরা তা (চাঁদ) দেখবে তখন সাওম পালন করবে, আবার যখন তা দেখবে তখন ইফতার করবে। আর যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে তার সময় হিসাব করে (ত্রিশ দিন) পূর্ণ করবে। ইয়াহইয়া ইবন বুকায়র (র) ব্যতীত অন্যরা লায়স (র) থেকে 'উকায়ল এবং ইউনুস (র) সূত্রে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ কথাটি বলেছেন রমযানের চাঁদ সম্পর্কে।

١١٨٩ بَابُ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا وَنِيَّةً

وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يُبْعَثُوْنَ عَلٰى نِيَّاتِهِمْ

১১৮৯. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় নিয়তসহ সিয়াম পালন করবে

'আয়িশা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, কিয়ামতের দিন নিয়ত অনুযায়ীই লোকদের উঠানো হবে

banglainternet.com

١٧٨٠ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ٠

১৭৮০ মুসলিম ইবন ইবরাহীম (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি লাইলাতুল কাদরে ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় রাত জেগে ইবাদত করে, তার পিছনের সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করা হবে। আর যে ব্যক্তি ঈমানসহ সওয়াবের আশায় রমযানে সিয়াম পালন করবে, তারও অতীতের সমস্ত গোনাহ মাফ করা হবে।

١١٩٠ بَابُ اَجْوَدُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَكُوْنُ فِيْ رَمَضَانَ

১১৯০. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ রমযানে সর্বাধিক দান করতেন

١٧٨١ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ اَجْوَدَ مَا يَكُوْنُ فِيْ رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ وَكَانَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِيْ رَمَضَانَ حَتّٰى يَنْسَلِخَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ الْقُرْاٰنَ فَاِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ اَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ ٠

১৭৮১ মূসা ইবন ইসমা'ঈল (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ধন-সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে সকলের চেয়ে দানশীল ছিলেন। রমযানে জিবরাঈল ('আ) যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতেন, তখন তিনি আরো অধিক দান করতেন। রমযান শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি রাতেই জিবরাঈল তাঁর সঙ্গে একবার সাক্ষাত করতেন। আর নবী ﷺ তাঁকে কুরআন শোনাতেন। জিবরাঈল যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতেন তখন তিনি রহমতসহ প্রেরিত বায়ুর চেয়ে অধিক ধন-সম্পদ দান করতেন।

١١٩١ بَابُ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فِي الصَّوْمِ

১১৯১. পরিচ্ছেদ ঃ সাওম পালনের সময় মিথ্যা বলা ও সে অনুযায়ী আমল বর্জন না করা

١٧٨٢ حَدَّثَنَا اٰدَمُ ابْنُ اَبِيْ اِيَاسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِيْ اَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ٠

banglainternet.com

১৭৮২ আদম ইবন আবূ ইয়াস (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ

যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ও সে অনুযায়ী আমল বর্জন করেনি, তার এ পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।

١١٩٢ بَابٌ هَلْ يَقُوْلُ اِنِّىْ صَائِمٌ اِذَا شُتِمَ

১১৯২. পরিচ্ছেদ ঃ কাউকে গালি দেওয়া হলে সে কি বলবে, আমি তো সাওম পালনকারী?

١٧٨٣ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَطَاءٌ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ الزَّيَّاتِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ لَهُ اِلاَّ الصِّيَامُ فَاِنَّهُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَاِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ فَاِنْ سَابَّهُ اَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّىْ امْرُءٌ صَائِمٌ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا اِذَا اَفْطَرَ فَرِحَ وَاِذَا لَقِىَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ .

১৭৮৩ ইবরাহীম ইবন মূসা (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, সাওম ব্যতীত আদম সন্তানের প্রতিটি কাজই তার নিজের জন্য, কিন্তু সিয়াম আমার জন্য। তাই আমিই এর প্রতিদান দেব। সিয়াম ঢাল স্বরূপ। তোমাদের কেউ যেন সিয়াম পালনের দিন অশ্লীলতায় লিপ্ত না হয় এবং ঝগড়া-বিবাদ না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সঙ্গে ঝগড়া করে, তাহলে সে যেন বলে, আমি একজন সায়িম। যাঁর কবজায় মুহাম্মদের প্রাণ, তাঁর শপথ! অবশ্যই সায়িমের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিসকের গন্ধের চাইতেও সুগন্ধি। সায়িমের জন্য রয়েছে দু'টি খুশী যা তাকে খুশী করে। যখন সে ইফতার করে, সে খুশী হয় এবং যখন সে তার রবের সাথে সাক্ষাত করবে, তখন সাওমের বিনিময়ে আনন্দিত হবে।

١١٩٣ بَابُ الصَّوْمِ لِمَنْ خَافَ عَلٰى نَفْسِهِ الْعُزْبَةَ

১১৯৩. পরিচ্ছেদ ঃ অবিবাহিত ব্যক্তি যে নিজের উপর আশংকা করে, তার জন্য সাওম

١٧٨٤ حَدَّثَنَا عُبْدَانُ عَنْ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا اَنَا اَمْشِىْ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ - قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَاءَةُ النِّكَاحُ .

banglainternet.com

১৭৮৪ 'আবদান (র)... 'আলকামা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ (রা)-এর সঙ্গে চলতে

ছিলাম, তখন তিনি বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম, তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তির সামর্থ্য আছে, সে যেন বিবাহ করে নেয়। কেননা বিবাহ চোখকে অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করে। আর যার সামর্থ্য নেই, সে যেন সাওম পালন করে। সাওম তার প্রবৃত্তিকে দমন করে। আবূ 'আবদুল্লাহ (র) বলেন, اَلْبَاءَةُ শব্দের অর্থ বিবাহ।

١١٩٤ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُوْمُوْا وَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَأَفْطِرُوْا

وَقَالَ صِلَةُ عَنْ عَمَّارٍ مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ

১১৯৪. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ-এর বাণী ঃ যখন তোমরা চাঁদ দেখবে তখন সাওম শুরু করবে আবার যখন চাঁদ দেখবে তখন ইফতার করবে

সেলা (র) 'আম্মার (রা) থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি সন্দেহের দিনে[১] সিয়াম পালন করল সে আবুল কাসিম ﷺ-এর নাফরমানী করল

١٧٨٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لاَ تَصُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوُا الْهِلاَلَ وَلاَ تُفْطِرُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ .

১৭৮৫ 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযানের কথা আলোচনা করে বললেন ঃ চাঁদ না দেখে তোমরা সাওম পালন করবে না এবং চাঁদ না দেখে ইফতার করবে না। যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে তার সময় (ত্রিশ দিন) পরিমাণ পূর্ণ করবে।

١٧٨٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ لَيْلَةً فَلاَ تَصُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا الْعِدَّةَ ثَلاَثِيْنَ .

১৭৮৬ 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র).... 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মাস উনত্রিশ রাত বিশিষ্ট হয়। তাই তোমরা চাঁদ না দেখে সাওম শুরু করবে না। যদি আকাশ মেঘাবৃত থাকে তাহলে তোমরা ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে।

١٧٨٧ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَخَنَسَ الإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ .

banglainternet.com

১. অর্থাৎ ৩০শে শা'বান।

১৭৮৭ আবুল ওয়ালীদ (র)... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ (দু'হাতের অঙ্গুলী তুলে ইশারা করে) বলেন ঃ মাস এত এত দিনে হয় এবং তৃতীয় বার বৃদ্ধাঙ্গুলিটি বন্ধ করে নিলেন।

١٧٨٨ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَوْ قَالَ قَالَ اَبُو الْقَاسِمِ ﷺ صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَاِنْ اُغْمِىَ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِيْنَ .

১৭৮৮ আদম (র)... 'আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ অথবা বললেন, আবুল কাসিম ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা চাঁদ দেখে সিয়াম আরম্ভ করবে এবং চাঁদ দেখে ইফ্‌তার করবে। আকাশ যদি মেঘে ঢাকা থাকে তাহলে শা'বানের গণনা ত্রিশ দিন পুরা করবে।

١٧٨٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَيْفِىٍّ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اٰلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا فَلَمَّا مَضٰى تِسْعَةٌ وَعِشْرُوْنَ يَوْمًا غَدَا اَوْ رَاحَ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّكَ حَلَفْتَ اَنْ لاَ تَدْخُلَ شَهْرًا فَقَالَ اِنَّ الشَّهْرَ يَكُوْنُ تِسْعَةً وَّعِشْرُوْنَ يَوْمًا .

১৭৮৯ আবূ 'আসিম (র)... উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ এক মাসের জন্য তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে ঈলা[১] করলেন। উনত্রিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর সকালে বা সন্ধ্যায় তিনি তাঁদের নিকট গেলেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হল, আপনি তো এক মাস পর্যন্ত না আসার শপথ করেছিলেন? তিনি বললেন, মাস উনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে।

١٧٩٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اٰلَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ وَكَانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ فَاَقَامَ فِىْ مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اٰلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ اِنَّ الشَّهْرَ يَكُوْنُ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ .

১৭৯০ 'আবদুল 'আযীয ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে ঈলা করলেন। এ সময় তাঁর পা মচকে গিয়েছিল। তখন তিনি উপরের কামরায় উনত্রিশ রাত অবস্থান করেন। এরপর অবতরণ করলে সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো এক মাসের জন্য ঈলা করেছিলেন। তিনি বললেন ঃ মাস উনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে।

١١٩٥ بَابُ شَهْرَا عِيْدٍ لاَ يَنْقُصَانِ

banglainternet.com

১১৯৫. পরিচ্ছেদ ঃ ঈদের দুই মাস কম হয় না

১. এক মাস পর্যন্ত তাদের সঙ্গে মেলামেশা করবেন না বলে শপথ করলেন।

١٧٩١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ اِسْحٰقَ هُوَ ابْنُ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنِيْ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ شَهْرَانِ لاَ يَنْقُصَانِ شَهْرَا عِيْدٍ رَمَضَانُ وَذُوالْحِجَّةِ - قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَقَالَ اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ اِنْ نَقَصَ رَمَضَانُ تَمَّ ذُوالْحِجَّةِ وَاِنْ نَقَصَ ذُوالْحِجَّةِ تَمَّ رَمَضَانُ وَقَالَ اَبُوْ الْحَسَنِ كَانَ اِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ يَقُوْلُ لاَ يَنْقُصَانِ فِي الْفَضِيْلَةِ اِنْ كَانَ تِسْعَةً وَعِشْرِيْنَ اَوْثَلاَثِيْنَ .

১৭৯১ মুসাদ্দাদ (র)... আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, দু'টি মাস কম হয় না। তা হল ঈদের দু'মাস– রমযানের মাস ও যুলহজ্জের মাস। আবূ 'আবদুল্লাহ (র) বলেছেন, আহমাদ ইবন হাম্বল (র) বলেন, রমযান ঘাটতি হলে যুলহজ্জ পূর্ণ হবে। আর যুলহজ্জ ঘাটতি হলে রমযান পূর্ণ হবে। আবুল হাসান (র) বলেন, ইসহাক ইবন রাহওয়াই (র) বলেন, ফযীলতের দিক থেকে এ দুই মাসে কোন ঘাটতি নেই, মাস উনত্রিশ দিনে হোক বা ত্রিশ দিনে হোক।

١١٩٦ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ

১১৯৬. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর বাণী ঃ আমরা লিখি না এবং হিসাবও করি না

١٧٩٢ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْاَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرٍو اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِنَّا اُمَّةٌ اُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ وَالشَّهْرُ هٰكَذَا وَ هٰكَذَا يَعْنِيْ مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِيْنَ وَمَرَّةً ثَلاَثِيْنَ .

১৭৯২ আদম (র)... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন ঃ আমরা উম্মী জাতি। আমরা লিখি না এবং হিসাবও করি না। মাস এরূপ অর্থাৎ কখনও উনত্রিশ দিনের আবার কখনো ত্রিশ দিনের হয়ে থাকে।

١١٩٧ بَابٌ لاَ يَتَقَدَّمُ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ

১১৯৭. পরিচ্ছেদ ঃ রমযানের একদিন বা দু'দিন আগে সাওম শুরু করবে না

١٧٩٣ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَتَقَدَّمَنَّ اَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ اَوْ يَوْمَيْنِ اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذٰلِكَ الْيَوْمَ .

banglainternet.com

১৭৯৩ মুসলিম ইবন ইবরাহীম (রা)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা কেউ রমযানের একদিন কিংবা দুই দিন আগে থেকে সাওম শুরু করবে না। তবে কেউ যদি এ সময় সিয়াম পালনে অভ্যস্ত থাকে তাহলে সে সেদিন সাওম করতে পারবে।

١١٩٨ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ جَلَّ ذِكْرُهُ : أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْئٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ

১১৯৮. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ সিয়ামের রাতে তোমাদের স্ত্রীসম্ভোগ বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরাও তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ জানতেন, তোমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করছিলে, তারপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হয়েছেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন। সুতরাং এখন তোমরা তাদের সাথে সঙ্গত হও এবং আল্লাহ যা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন তা কামনা কর। (২ ঃ ১৮৭)

١٧٩٤ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ اِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا فَحَضَرَ الْاِفْطَارُ فَنَامَ قَبْلَ اَنْ يُفْطِرَ لَمْ يَاْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلَا يَوْمَهُ حَتّٰى يُمْسِىَ وَاِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ الْاَنْصَارِىَّ كَانَ صَائِمًا فَلَمَّا حَضَرَ الْاِفْطَارُ اَتٰى امْرَاَتَهُ فَقَالَ لَهَا اَعِنْدَكِ طَعَامٌ قَالَتْ لَا وَلٰكِنْ اَنْطَلِقُ وَاَطْلُبُ لَكَ وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَجَائَتْهُ امْرَاَتُهُ فَلَمَّا رَاَتْهُ قَالَتْ خَيْبَةً لَكَ فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِىَ عَلَيْهِ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ : اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَائِكُمْ فَفَرِحُوْا بِهَا فَرَحًا شَدِيْدًا وَنَزَلَتْ : وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ.

১৭৯৪ 'উবায়দুল্লাহ ইবন মূসা (র)... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাহাবীগণের অবস্থা এই ছিল যে, যদি তাঁদের কেউ সাওম পালন করতেন ইফতারের সময় হলে ইফতার না করে ঘুমিয়ে গেলে সে রাতে এবং পরের দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত কিছুই খেতেন না। কায়স ইবন সিরমা আনসারী (রা) সাওম পালন করেছিলেন। ইফতারের সময় তিনি তাঁর স্ত্রীর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নিকট কিছু খাবার আছে কি? তিনি বললেন, না, তবে আমি যাচ্ছি, দেখি আপনার জন্য কিছু তালাশ করে আনি। তিনি দিনে কাজে রত থাকতেন। তাই সুমে তাঁর দু'চোখ বুজে গেল। এরপর তাঁর স্ত্রী এসে যখন তাঁকে দেখলেন, তখন তাঁকে বললেন, হায়, তুমি বঞ্চিত হয়ে গেলে! পরদিন দুপুর হলে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। এ ঘটনাটি নবী ﷺ-এর নিকট উল্লেখ করা হলে কুরআনের এ আয়াত নাযিল হয় ঃ সিয়ামের রাত্রে তোমাদের স্ত্রী সম্ভোগ

banglainternet.com

হালাল করা হয়েছে। (২ ঃ ১৮৭)-এ হুকুম সম্বন্ধে অবহিত হয়ে সাহাবীগণ খুবই আনন্দিত হলেন। এরপর নাযিল হল ঃ তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাতের কাল রেখা হতে (ভোরের) সাদা রেখা স্পষ্টভাবে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়। (২ ঃ ১৮৭)

١١٩٩ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ فِيْهِ الْبَرَاءُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১১৯৯. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ কাল রেখা থেকে ভোরের সাদা রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়। তারপর রাত পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর (২ ঃ ১৮৭)। এ বিষয় নবী করীম ﷺ থেকে বারা' (রা) হাদীস বর্ণনা করেছেন

١٧٩٥ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنِيْ حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ ابْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ عَمَدْتُ اِلٰى عِقَالٍ اَسْوَدَ وَاِلٰى عِقَالٍ اَبْيَضَ فَجَعَلْتُهُمَا تَحْتَ وِسَادَتِيْ فَجَعَلْتُ اَنْظُرُ فِي اللَّيْلِ فَلَا يَسْتَبِيْنُ لِيْ فَغَدَوْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ ذٰلِكَ فَقَالَ اِنَّمَا ذٰلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ .

১৭৯৫ হাজ্জাজ ইবন মিনহাল (র)... 'আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হলো ঃ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ "তোমরা পানাহার কর (রাত্রির) কাল রেখা হতে (ভোরের) সাদা রেখা যতক্ষণ স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়" তখন আমি একটি কাল এবং একটি সাদা রশি নিলাম এবং উভয়টিকে আমার বালিশের নিচে রেখে দিলাম। রাতে আমি এগুলোর দিকে বারবার তাকাতে থাকি। কিন্তু আমার নিকট পার্থক্য প্রকাশিত হলো না। তাই সকালেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে এ বিষয় বললাম। তিনি বললেন ঃ এতো রাতের আধার এবং দিনের আলো।

١٧٩٦ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ اُنْزِلَتْ : وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ وَلَمْ يُنْزَلْ مِنَ الْفَجْرِ فَكَانَ رِجَالٌ اِذَا اَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ اَحَدُهُمْ فِيْ رِجْلِهِ الْخَيْطَ الْاَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الْاَسْوَدَ وَلَا يَزَالُ يَاْكُلُ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَتُهُمَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ بَعْدُ مِنَ الْفَجْرِ فَعَلِمُوْا اَنَّهُ اِنَّمَا يَعْنِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

banglainternet.com

১৭৯৬ সা'ঈদ ইবন আবূ মারইয়াম (র)... সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন এই

আয়াত নাযিল হল ঃ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ "তোমরা পানাহার কর, যতক্ষণ কাল রেখা হতে সাদা রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়।" কিন্তু তখনো مِنَ الْفَجْرِ কথাটি নাযিল হয়নি। তখন সাওম পালন করতে ইচ্ছুক লোকেরা নিজেদের দুই পায়ে একটি কাল এবং একটি সাদা সুতলি বেঁধে নিতেন এবং সাদা কাল এই দু'টির মধ্যে পার্থক্য না দেখা পর্যন্ত তাঁরা পানাহার করতে থাকতেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা مِنَ الْفَجْرِ শব্দটি নাযিল করলে সকলেই বুঝতে পারলেন যে, এ দ্বারা উদ্দেশ্য হল রাত (-এর আঁধার) এবং দিন (-এর আলো)।

١٢٠٠ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لاَ يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سُحُوْرِكُمْ اَذَانُ بِلاَلٍ

১২০০. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর বাণী ঃ বিলালের আযান যেন তোমাদের সাহরী থেকে বিরত না রাখে

١٧٩٧ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ اَبِيْ اُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ بِلاَلاً كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُؤَذِّنَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ فَاِنَّهُ لاَ يُؤَذِّنُ حَتّٰى يَطْلُعَ الْفَجْرُ قَالَ الْقَاسِمُ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ اَذَانِهِمَا اِلاَّ اَنْ يَرْقَى ذَا وَيَنْزِلَ ذَا .

১৭৯৭ 'উবায়দ ইবন ইসমা'ঈল (রা)... ইবন 'উমর (রা) থেকে এবং কাসিম ইবন মুহাম্মদ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিলাল (রা) রাতে আযান দিতেন। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ ইবন উম্মে মাকতূম (রা) আযান না দেওয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার কর। কেননা ফজর না হওয়া পর্যন্ত সে আযান দেয় না। কাসিম (র) বলেন, এদের উভয়ের আযানের মাঝে শুধু এতটুকু ব্যবধান ছিল যে, একজন নামতেন এবং অন্যজন উঠতেন।

١٢٠١ بَابُ تَعْجِيْلِ السَّحُوْرِ

১২০১. পরিচ্ছেদ ঃ সাহরী খাওয়ায় তাড়াতাড়ি করা

١٧٩٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ اَتَسَحَّرُ فِيْ اَهْلِيْ ثُمَّ تَكُوْنُ سُرْعَتِيْ اَنْ اُدْرِكَ السُّجُوْدَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১৭৯৮ মুহাম্মদ ইবন 'উবায়দুল্লাহ (র)... সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার পরিবার-পরিজনের মধ্যে সাহরী খেতাম। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সালাতে শরীক হওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি করতাম।

banglainternet.com

١٢٠٢ بَابُ قَدْرِكَمْ بَيْنَ السُّحُوْرِ وَصَلاَةِ الْفَجْرِ

১২০২. পরিচ্ছেদ ঃ সাহ্‌রী ও ফজরের সালাতের মাঝে ব্যবধানের পরিমাণ

١٧٩٩ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَامَ اِلَى الصَّلاَةِ قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَ الاَذَانِ وَالسَّحُوْرِ قَالَ قَدْرُ خَمْسِيْنَ اٰيَةً .

১৭৯৯ মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)... যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সাহ্‌রী খাই এরপর তিনি সালাতের জন্য দাঁড়ান। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আযান ও সাহ্‌রীর মাঝে কতটুকু ব্যবধান ছিল? তিনি বললেন, পঞ্চাশ আয়াত (পাঠ করা) পরিমাণ।

١٢٠٣ بَابُ بَرَكَةِ السُّحُوْرِ مِنْ غَيْرِ اِيْجَابٍ لاَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَاَصْحَابَهُ وَاصَلُوْا وَلَمْ يُذْكَرِ السُّحُوْرُ

১২০৩. পরিচ্ছেদ ঃ সাহ্‌রীতে রয়েছে বরকত কিন্তু তা ওয়াজিব নয়। কেননা নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ একটানা সাওম পালন করেছেন অথচ সেখানে সাহ্‌রীর কোন উল্লেখ নেই

١٨٠٠ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَاصَلَ فَوَاصَلَ النَّاسُ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَنَهَاهُمْ قَالُوْا اِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ اِنِّيْ اَظَلُّ اُطْعَمُ وَاُسْقٰى .

১৮০০ মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র)... 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ একটানা সাওম পালন করতে থাকলে লোকেরাও একটানা সাওম পালন করতে শুরু করে। এ কাজ তাদের জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল। নবী ﷺ তাদের নিষেধ করলেন। তারা বলল, আপনি যে একনাগাড়ে সাওম পালন করছেন? তিনি বললেন ঃ আমি তো তোমাদের মত নই। আমাকে খাওয়ানো হয় ও পান করানো হয়।

١٨٠١ حَدَّثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِيْ اِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَسَحَّرُوْا فَاِنَّ فِي السَّحُوْرِ بَرَكَةً .

১৮০১ আদম ইব্‌ন আবূ ইয়াস (র)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা সাহ্‌রী খাও, কেননা সাহ্‌রীতে বরকত রয়েছে।

١٢٠٤ بَابٌ اِذَا نَوٰى بِالنَّهَارِ صَوْمًا ، وَقَالَتْ اُمُّ الدَّرْدَاءِ كَانَ اَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُوْلُ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ فَاِنْ قُلْنَا لاَ ، قَالَ فَاِنِّيْ صَائِمٌ يَوْمِيْ هٰذَا ، وَفَعَلَهُ اَبُوْ طَلْحَةَ وَاَبُوْ هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَحُذَيْفَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ

banglainternet.com

১২০৪. পরিচ্ছেদ ঃ যদি কেউ দিনের বেলা সাওমের নিয়ত করে

উম্মুদ-দারদা (রা) বলেন যে, আবুদ-দারদা (রা) তাঁকে এসে জিজ্ঞাসা করতেন, তোমাদের কাছে কিছু খাবার আছে? আমরা যদি বলতাম, নেই, তা হলে তিনি বলতেন, আমি আজ সাওম পালন করব। আবূ তালহা, আবূ হুরায়রা, ইব্ন 'আব্বাস এবং হুযায়ফা (রা) অনুরূপ করতেন

١٨٠٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلاً يُنَادِىْ فِى النَّاسِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ ، اَنَّ مَنْ اَكَلَ فَلْيُتِمَّ اَوْ فَلْيَصُمْ وَمَنْ لَمْ يَاْكُلْ فَلاَ يَاْكُلْ .

১৮০২ আবূ 'আসিম (র)... সালমা ইব্ন আকওয়া' (রা) থেকে বর্ণিত যে, 'আশূরার দিন নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে এ বলে লোকদের মধ্যে ঘোষণা দেওয়ার জন্য পাঠালেন যে, যে ব্যক্তি খেয়ে ফেলেছে সে যেন পূর্ণ করে নেয় অথবা বলেছেন, সে যেন সাওম আদায় করে নেয় আর যে এখনো খায়নি সে যেন আর না খায়।

١٢٠٥ بَابُ الصَّائِمِ يُصْبِحُ جُنُبًا

১২০৫. পরিচ্ছেদ ঃ জুনূবী (অপবিত্র) অবস্থায় সাওম পালনকারীর ভোর হওয়া

١٨٠٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَىٍّ مَوْلَى اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ جِئْتُ اَنَا وَاَبِىْ حَتّٰى دَخَلْنَا عَلٰى عَائِشَةَ وَاُمِّ سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ اَنَّ اَبَاهُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَ مَرْوَانَ اَنَّ عَائِشَةَ وَاُمَّ سَلَمَةَ اَخْبَرَتَاهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ ، وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ اَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُوْمُ وَقَالَ مَرْوَانُ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ اُقْسِمُ بِاللّٰهِ لَتُقْرِعَنَّ عَنْ بِهَا اَبَا هُرَيْرَةَ وَمَرْوَانُ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فَكَرِهَ ذٰلِكَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ثُمَّ قُدِّرَ لَنَا اَنْ نَجْتَمِعَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ وَكَانَتْ لاَبِىْ هُرَيْرَةَ هُنَالِكَ اَرْضٌ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ لِاَبِىْ هُرَيْرَةَ اِنِّىْ ذَاكِرٌ لَكَ اَمْرًا وَلَوْ لاَ اَنَّ مَرْوَانَ اَقْسَمَ عَلَىَّ فِيْهِ لَمْ اَذْكُرْهُ لَكَ فَذَكَرَ قَوْلَ عَائِشَةَ وَاُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ كَذَالِكَ حَدَّثَنِى الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ اَعْلَمُ . وَقَالَ هَمَّامٌ وَابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَاْمُرُ بِالْفِطْرِ وَالْاَوَّلُ اَسْنَدُ .

banglainternet.com

১৮০৩ 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র)... আবূ বাকর ইব্ন 'আবদুর রাহমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং আমার পিতা 'আয়িশা (রা) এবং উম্মে সালামা (রা)-এর নিকট গেলাম। (অপর বর্ণনায়)

আবুল ইয়ামান (র).... মারওয়ান (র) থেকে বর্ণিত যে, 'আয়িশা (রা) এবং উম্মে সালামা (রা) তাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, নিজ নিজ স্ত্রীর সাথে মিলনজনিত জুনূবী অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফজরের সময় হয়ে যেত। তখন তিনি গোসল করতেন এবং সাওম পালন করতেন। মারওয়ান (র) 'আবদুর রাহমান ইব্ন হারিস (র)-কে বললেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, এ হাদীস শুনিয়ে তুমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে শঙ্কিত করে দিবে। এ সময় মারওয়ান (র) মদীনার গভর্নর ছিলেন। আবূ বাকর (র) বলেন, মারওয়ান (রা)-এর কথা 'আবদুর রাহমান (র) পছন্দ করেন নি। রাবী বলেন, এরপর ভাগ্যক্রমে আমরা যুল-হুলাইফাতে একত্রিত হয়ে যাই। সেখানে আবূ হুরায়রা (রা)-এর একখণ্ড জমি ছিল। 'আবদুর রাহমান (র) আবূ হুরায়রা (রা)-কে বললেন, আমি আপনার নিকট একটি কথা বলতে চাই, মারওয়ান যদি এ বিষয়টি আমাকে কসম দিয়ে না বলতেন, তা হলে আমি তা আপনার সঙ্গে আলোচনা করতাম না। তারপর তিনি 'আয়িশা (রা) ও উম্মে সালামা (রা)-এর বর্ণিত উক্তিটি উল্লেখ করলেন, ফায্ল ইব্ন 'আব্বাস (রা) অনুরূপ একটি হাদীস আমাকে শুনিয়েছেন এবং এ বিষয়ে তিনি সর্বাধিক অবহিত। হাম্মাম (র) এবং ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমর সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, এরূপ ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাওম ত্যাগ করে খাওয়ার হুকুম দিতেন। প্রথমোক্ত হাদীসটি সনদের দিক থেকে বিশুদ্ধ।

١٢٠٦ بَابُ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ:
وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ فَرْجُهَا

১২০৬. পরিচ্ছেদ ঃ সায়িম কর্তৃক স্ত্রী স্পর্শ করা
'আয়িশা (রা) বলেন, সায়িমের জন্য তার স্ত্রীর লজ্জাস্থান হারাম

١٨٠٤ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ اَمْلَكَكُمْ لِاِرْبِهِ، وَقَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اِرْبٌ حَاجَةٌ قَالَ طَاوُسٌ غَيْرِ اُوْلِي الْاِرْبَةِ الْاَحْمَقُ لاَ حَاجَةَ لَهُ فِي النِّسَاءِ .

১৮০৪ সুলায়মান ইব্ন হারব (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ সাওমের অবস্থায় চুমু খেতেন এবং গায়ে গা লাগাতেন। তবে তিনি তাঁর প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে তোমাদের চাইতে অধিক সক্ষম ছিলেন। ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, اِرْبٌ মানে হাজত বা চাহিদা। তাউস (র) বলেন, غَيْرِ اُوْلِي الْاِرْبَةِ মানে বোধহীন, যার মেয়েদের প্রতি কোন খাহিশ নেই।

١٢٠٧ بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ:
وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ اِنْ نَظَرَ فَاَمْنَى يُتِمُّ صَوْمَهُ

banglainternet.com

১২০৭. পরিচ্ছেদ ঃ সায়িমের চুমু খাওয়া

জাবির ইব্‌ন যায়িদ (র) বলেন, (স্ত্রীলোকদের দিকে) তাকালে যদি বীর্যপাত ঘটে, তাহলেও সাওম পূর্ণ করবে

١٨٠٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ هِشَامٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ اَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ ، ثُمَّ ضَحِكَتْ .

১৮০৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না এবং 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সায়িম অবস্থায় নবী ﷺ তাঁর কোন কোন স্ত্রীকে চুমু খেতেন। (এ কথা বলে) 'আয়িশা (রা) হেসে দিলেন।

١٨٠٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ هِشَامِ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّهَا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ بَيْنَمَا اَنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْخَمِيْلَةِ اِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ فَاَخَذْتُ ثِيَابَ حِيْضَتِىْ فَقَالَ مَالَكِ اَنُفِسْتِ ، قُلْتُ نَعَمْ ، فَدَخَلَتْ مَعَهُ فِى الْخَمِيْلَةِ وَكَانَتْ هِىَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْتَسِلاَنِ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ وَكَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ .

১৮০৬ মুসাদ্দাদ (র)... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে একই চাদরে আমি ছিলাম। এমন সময় আমার হায়য শুরু হল। তখন আমি আমার হায়যের কাপড় পরিধান করলাম। তিনি বললেন ঃ তোমার কি হলো? তোমার কি হায়য দেখা দিয়েছে? আমি বললাম, হাঁ; তারপর আমি আবার তাঁর সঙ্গে চাদরের ভিতর ঢুকে পড়লাম। তিনি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ একই পাত্র থেকে গোসল করতেন এবং সায়িম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে চুমু দিতেন।

١٢٠٨ بَابُ اغْتِسَالِ الصَّائِمِ وَبَلَّ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ثَوْبًا فَاُلْقِىَ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَدَخَلَ الشَّعْبِىُّ الْحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ بَاْسَ اَنْ يَتَطَعَّمَ الْقِدْرَ اَوِ الشَّىْءَ ، وَقَالَ الْحَسَنُ لاَ بَاْسَ بِالْمَضْمَضَةِ وَالتَّبَرُّدِ لِلصَّائِمِ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ اِذَا كَانَ صَوْمُ اَحَدِكُمْ فَلْيُصْبِحْ دَهِيْنًا مُتَرَجِّلاً وَقَالَ اَنَسٌ اِنَّ لِىْ اَبْزَنَ اَتَقَحَّمُ فِيْهِ وَاَنَا صَائِمٌ وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ اِسْتَاكَ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَاكُ اَوَّلَ النَّهَارِ وَاٰخِرَهُ وَلاَ يَبْلَعُ رِيْقَهُ وَقَالَ عَطَاءٌ اِنِ ازْدَرَدَ رِيْقَهُ لاَ اَقُوْلُ يُفْطِرُ وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ لاَ بَاْسَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ قِيْلَ لَهُ طَعْمٌ قَالَ وَالْمَاءُ لَهُ طَعْمٌ وَاَنْتَ تُمَضْمِضُ بِهِ وَلَمْ يَرَ اَنَسٌ وَالْحَسَنُ وَاِبْرَاهِيْمُ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ بَاْسًا

banglainternet.com

১২০৮. পরিচ্ছেদ ঃ সাওম পালনকারীর গোসল করা;

সাওমরত অবস্থায় ইব্ন 'উমর (রা) একটি কাপড় ভিজালেন এরপর তা গায়ে দেওয়া হলো। সাওমরত অবস্থায় শা'বী (র) গোসলখানায় প্রবেশ করেছেন। ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, হাঁড়ি থেকে কিছু বা অন্য কোন জিনিস চেটে স্বাদ দেখায় কোন দোষ নেই। হাসান (র) বলেন, সাওম পালনকারীর কুলি করা এবং ঠাণ্ডা লাগান দূষণীয় নয়। ইব্ন মাস'উদ (রা) বলেন, তোমাদের কেউ সাওম পালন করলে সে যেন সকালে তেল লাগায় এবং চুল আঁচড়িয়ে নেয়। আনাস (রা) বলেন, আমার একটি হাউজ আছে, আমি সায়িম অবস্থায় তাতে প্রবেশ করি। নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি সায়িম অবস্থায় মিস্ওয়াক করতেন। ইব্ন 'উমর (রা) সায়িম অবস্থায় দিনের প্রথমভাগে এবং শেষভাগে মিস্ওয়াক করতেন। 'আতা (র) বলেন, থুথু গিলে ফেললে সাওম ভঙ্গ হয়েছে বলা যায় না। ইব্ন সীরীন (র) বলেন, কাঁচা মিসওয়াক ব্যবহারে কোন দোষ নেই। প্রশ্ন করা হল, কাঁচা মিসওয়াকের তো স্বাদ রয়েছে? তিনি বলেন, পানিরও তো স্বাদ আছে, অথচ এ পানি দিয়েই তুমি কুলি কর। আনাস (রা), হাসান (র) এবং ইব্রাহীম (র) সায়িমের সুরমা ব্যবহারে কোন দোষ মনে করতেন না

١٨٠٧ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَاَبِى بَكْرٍ قَالاَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِىْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُوْمُ .

১৮০৭ আহমদ ইব্ন সালিহ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রমযান মাসে নবী ﷺ -এর ভোর হত ইহতিলাম ব্যতীত (জুনুবী অবস্থায়)। তখন তিনি গোসল করতেন এবং সাওম পালন করতেন।

١٨٠٨ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ سُمَىٍّ مَوْلَى اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ بْنِ الْمُغِيْرَةِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ كُنْتُ اَنَا وَاَبِىْ فَذَهَبْتُ مَعَهُ حَتّٰى دَخَلْنَا عَلٰى عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اَشْهَدُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنْ كَانَ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلاَمٍ ثُمَّ يَصُوْمُهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلٰى اُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ مِثْلَ ذٰلِكَ ، قَالَ اَبُوْ جَعْفَرُ سَئَلْتُ اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ اِذَا اَفْطَرَ يُكَفِّرُ مِثْلَ الْمُجَامِعِ قَالَ لاَ اَلاَ تَرٰى الاَحَادِيْثَ لَمْ يَقْضِهِ وَاِنْ صَامَ الدَّهْرَ .

১৮০৮ ইসমা'ঈল (র)... আবূ বাকর ইব্ন 'আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সঙ্গে রওয়ানা হয়ে 'আয়িশা (রা)-এর নিকট পৌঁছলাম। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি ইহতিলাম ছাড়া স্ত্রী সহবাসের কারণে জুনুবী অবস্থায় সকাল পর্যন্ত থেকেছেন এবং এরপর সাওম পালন করেছেন। তারপর আমরা উম্মে সালামা (রা)-এর নিকট গেলাম। তিনিও অনুরূপ কথাই বললেন।

banglainternet.com

আবূ জা'ফর বলেন, 'আবদুল্লাহ (র)-কে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কোন ব্যক্তি সাওম ভঙ্গ করলে সে কি স্ত্রী সহবাসকারীর মত কাফ্ফারা আদায় করবে? তিনি বললেন, না; তুমি কি সে হাদীসগুলো সম্পর্কে জান না যাতে বর্ণিত আছে যে, যুগ যুগ ধরে সাওম পালন করলেও তার কাযা আদায় হবে না?

١٢٠٩ بَابُ الصَّائِمِ اِذَا اَكَلَ اَوْ شَرِبَ نَاسِيًا ، وَقَالَ عَطَاءٌ اِنِ اسْتَنْثَرَ فَدَخَلَ الْمَاءُ فِيْ حَلْقِهِ لاَ بَأْسَ اِنْ لَمْ يَمْلِكْ رَدَّهُ وَقَالَ الْحَسَنُ اِنْ دَخَلَ حَلْقَهُ الذُّبَابُ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَقَالَ الْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ اِنْ جَامَعَ نَاسِيًا فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ

১২০৯. পরিচ্ছেদ ঃ সাওম পালনকারী যদি ভুলবশতঃ আহার করে বা পান করে ফেলে। 'আতা (র) বলেন, নাকে পানি দিতে গিয়ে যদি তা কণ্ঠনালীতে ঢুকে যায়, আর সে ফিরাতে সক্ষম না হয় তা হলে কোন দোষ নেই। হাসান (র) বলেন, সায়িম ব্যক্তির কণ্ঠনালীতে মাছি ঢুকে পড়লে তার কিছু করতে হবে না। হাসান এবং মুজাহিদ (র) বলেছেন, সায়িম ব্যক্তি যদি ভুলবশতঃ স্ত্রী সহবাস করে ফেলে, তবে তার কিছু করতে হবে না

١٨٠٩ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا ابْنُ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا نَسِيَ فَاَكَلَ اَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَاِنَّمَا اَطْعَمَهُ اللّٰهُ وَسَقَاهُ .

১৮০৯ 'আবদান (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ রোযাদার ভুলক্রমে যদি আহার করে বা পান করে ফেলে, তাহলে সে যেন তার সাওম পুরা করে নেয়। কেননা আল্লাহই তাকে পানাহার করিয়েছেন।

١٢١٠ بَابُ سِوَاكِ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ لِلصَّائِمِ وَيُذْكَرُ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ مَا لاَ اُحْصِيْ اَوْ اَعُدُّ وَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِيْ لاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوْءٍ وَيُرْوَى نَحْوُهُ عَنْ جَابِرٍ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يُخَصَّ الصَّائِمُ مِنْ غَيْرِهِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَلسِّوَاكُ مُطَهِّرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ ، وَقَالَ عَطَاءٌ وَقَتَادَةُ يَبْتَلِعُ رِيْقَهُ

১২১০. পরিচ্ছেদ ঃ সায়িমের জন্য কাঁচা বা শুকনো মিসওয়াক ব্যবহার করা। 'আমির ইব্ন রাবী'আ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে সায়িম অবস্থায় অসংখ্য বার মিসওয়াক করতে দেখেছি। আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমার উম্মতের জন্য যদি কষ্টকর মনে না করতাম তা হলে প্রতিবার উযূর সময়ই আমি তাদের মিসওয়াকের নির্দেশ দিতাম। জাবির (রা) এবং যায়েদ ইব্ন খালিদ (রা)-এর সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে এবং তিনি সায়িম এবং যে সায়িম নয়, তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি। 'আয়িশা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে

banglainternet.com

বর্ণনা করেন যে, মিসওয়াক করায় রয়েছে মুখের পবিত্রতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি। 'আতা (র) এবং কাতাদা (র) বলেছেন, সায়িম তার মুখের থুথু গিলে ফেলতে পারে

١٨١٠ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ حُمْرَانَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ تَوَضَّأَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى اِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى اِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاَثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلاَثًا ثُمَّ الْيُسْرَى ثَلاَثًا قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِي هٰذَا ، ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ وُضُوْئِي هٰذَا ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيْهِمَا بِشَيْءٍ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

১৮১০ 'আবদান (র)... হুমরান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'উসমান (রা)-কে উযূ করতে দেখেছি। তিনি তিনবার হাতের উপর পানি ঢাললেন। এরপর তিনি কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন। তারপর তিনবার চেহারা (মুখমণ্ডল) ধুইলেন। এরপর ডান হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুইলেন এবং বামহাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুইলেন। এরপর তিনি মাথা মসেহ করলেন। তারপর ডান পা তিনবার ধুইলেন তারপর বাম পা তিনবার ধুইলেন। এরপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উযূ করতে দেখেছি আমার এ উযূর মতই। এরপর তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার এ উযূর মত উযূ করে দু'রাক'আত সালাত আদায় করবে এবং এতে মনে মনে কোন কিছুর চিন্তা- ভাবনায় লিপ্ত হবে না, তার অতীতের সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।

١٢١١ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرِهِ الْمَاءَ وَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ الصَّائِمِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ الْحَسَنُ لاَ بَأْسَ بِالسَّعُوْطِ لِلصَّائِمِ اِنْ لَمْ يَصِلْ اِلَى حَلْقِهِ وَيَكْتَحِلُ وَقَالَ عَطَاءٌ اِنْ مَضْمَضَ ثُمَّ أَفْرَغَ مَافِيْ فِيْهِ مِنَ الْمَاءِ لاَ يَضِيْرُهُ أَنْ يَزْدَرِدَ رِيْقَهُ وَمَا بَقِيَ فِيْ فِيْهِ وَلاَ يَمْضَغُ الْعِلْكَ فَاِنِ ازْدَرَدَ رِيْقَ الْعِلْكِ لاَ أَقُوْلُ اِنَّهُ يُفْطِرُ وَلٰكِنَّهُ يُنْهٰى عَنْهُ .

১২১১. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ-এর বাণী ঃ যখন উযূ করবে তখন নাকের ছিদ্র দিয়ে পানি টেনে নিবে। নবী করীম ﷺ সায়িম এবং সায়িম নয়, তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নি। হাসান (র) বলেন, সায়িমের জন্য নাকে ঔষধ ব্যবহার করায় দোষ নেই যদি তা কণ্ঠনালীতে না পৌঁছে এবং সে সুরমা ব্যবহার করতে পারবে। 'আতা (র) বলেন, কুলি করে মুখের পানি ফেলে দেওয়ার পর থুথু এবং মুখের অবশিষ্ট পানি গিলে ফেলায় কোন ক্ষতি নেই এবং সায়িম গোন্দ (আঠা) চিবাবে না। গোন্দ চিবিয়ে যদি কেউ থুথু গিলে ফেলে, তা হলে তার সাওম নষ্ট হয়ে যাবে, আমি এ কথা বলছি না, তবে এরূপ করা থেকে নিষেধ করা উচিত

banglainternet.com

١٢١٢ بَابُ اِذَا جَامَعَ فِيْ رَمَضَانَ ، وَيُذْكَرُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ مَنْ اَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلاَ مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَاِنْ صَامَهُ ، وَبِهِ قَالَ اِبْنُ مَسْعُوْدٍ ، وَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَالشَّعْبِيُّ وَاِبْنُ جُبَيْرٍ وَاِبْرَاهِيْمُ وَقَتَادَةُ وَحَمَّادٌ يَقْضِيْ يَوْمًا مَكَانَهُ

১২১২. পরিচ্ছেদ ঃ রমযানে সহবাস করা। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে একটি মারফূ' হাদীস বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি ওযর এবং রোগ ব্যতীত রমযানের একটি সাওম ভেংগে ফেলল, তার সারা জীবনের সাওমের দ্বারাও এ কাযা আদায় হবে না, যদিও সে সারা জীবন সাওম পালন করে। ইব্ন মাস'ঊদ (রা)-ও অনুরূপ কথাই বলেছেন। সা'ঈদ ইব্ন মুসায়্যাব, শা'বী, ইব্ন যুবায়র, ইব্রাহীম, কাতাদা এবং হাম্মাদ (র) বলেছেন, তার স্থলে একদিন কাযা করবে

١٨١١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُنِيْرٍ سَمِعَ يَزِيْدَ بْنَ هَارُوْنَ اَنَا يَحْيٰى اِبْنُ سَعِيْدٍ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ اِبْنَ الْقَاسِمِ اَخْبَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ بْنِ خُوَيْلِدٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا تَقُوْلُ اِنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اِنَّهُ احْتَرَقَ قَالَ مَالَكَ قَالَ اَصَبْتُ اَهْلِيْ فِيْ رَمَضَانَ فَاُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِمِكْتَلٍ يُدْعٰى الْعَرَقَ ، فَقَالَ اَيْنَ الْمُحْتَرِقُ قَالَ اَنَا . قَالَ تَصَدَّقْ بِهٰذَا .

১৮১১ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুনীর (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর নিকট এসে বলল, সে তো জ্বলে গেছে। তিনি বললেন ঃ তোমার কি হয়েছে? লোকটি বলল, রমযানে আমি স্ত্রী সহবাস করে ফেলেছি। এ সময় নবী ﷺ-এর কাছে (খেজুর ভর্তি) ঝুড়ি এল, যাকে 'আরাক (১৫ সা' পরিমাণ) বলা হয়। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ অগ্নিদগ্ধ লোকটি কোথায়? লোকটি বলল, আমি। নবী করীম ﷺ বললেন ঃ এ গুলো সাদকা করে দাও।

١٢١٣ بَابُ اِذَا جَامَعَ فِيْ رَمَضَانَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَلْيُكَفِّرْ

১২১৩. পরিচ্ছেদ ঃ যদি রমযানে স্ত্রী সংগম করে এবং তার নিকট কিছু না থাকে এবং তাকে সাদকা দেওয়া হয়, তা হলে সে যেন তা কাফ্ফারা স্বরূপ দিয়ে দেয়

١٨١٢ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوْسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكْتُ قَالَ مَالَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلٰى اِمْرَاَتِيْ وَاَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا قَالَ لاَ قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لاَ فَقَالَ فَهَلْ تَجِدُ اِطْعَامَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قَالَ لاَ قَالَ فَمَكُثَ النَّبِيُّ ﷺ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلٰى ذَالِكَ اُتِيَ

banglainternet.com

النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ قَالَ اَيْنَ السَّائِلُ فَقَالَ اَنَا قَالَ خُذْ هٰذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ اَعَلٰى اَفْقَرَ مِنِّيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَوَاللّٰهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا يُرِيْدُ الْحَرَّتَيْنِ اَهْلُ بَيْتٍ اَفْقَرَ مِنْ اَهْلِ بَيْتِيْ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى بَدَتْ اَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ اَطْعِمْهُ اَهْلَكَ .

১৮১২ আবুল ইয়ামান (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বসাছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমার কি হয়েছে? সে বলল, আমি সায়িম অবস্থায় আমার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আযাদ করার মত কোন ক্রীতদাস তুমি পাবে কি? সে বলল, না। তিনি বললেন ঃ তুমি কি একাধারে দু'মাস সাওম পালন করতে পারবে? সে বলল, না। এরপর তিনি বললেন ঃ ষাটজন মিসকীন খাওয়াতে পারবে কি? সে বলল, না। রাবী বলেন, তখন নবী ﷺ থেমে গেলেন, আমরাও এ অবস্থায় ছিলাম। এ সময় নবী ﷺ-এর কাছে এক 'আরাক পেশ করা হল যাতে খেজুর ছিল। 'আরাক হল ঝুড়ি। নবী ﷺ বললেন ঃ প্রশ্নকারী কোথায়? সে বলল, আমি। তিনি বললেন ঃ এগুলো নিয়ে সাদকা করে দাও। তখন লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার চাইতেও বেশী অভাবগ্রস্তকে সাদকা করব? আল্লাহর শপথ, মদীনার উভয় লাবা১ অর্থাৎ উভয় প্রান্তের মধ্যে আমার পরিবারের চাইতে অভাবগ্রস্ত কেউ নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ হেসে উঠলেন এবং তাঁর দাঁত (আনইয়াব) দেখা গেল। এরপর তিনি বললেন ঃ এগুলো তোমার পরিবারকে খাওয়াও।

١٢١٤ بَابُ الْمُجَامِعِ فِيْ رَمَضَانَ هَلْ يُطْعِمُ اَهْلَهُ مِنَ الْكَفَّارَةِ اِذَا كَانُوْا مَحَاوِيْجَ

১২১৪. পরিচ্ছেদ ঃ রমযানে রোযাদার অবস্থায় যে ব্যক্তি স্ত্রী সহবাস করেছে সে ব্যক্তি কি কাফ্ফারা থেকে তার অভাবগ্রস্ত পরিবারকে খাওয়াতে পারবে?

١٨١٣ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ الْاٰخَرَ وَقَعَ عَلٰى امْرَاَتِهِ فِيْ رَمَضَانَ فَقَالَ اَتَجِدُ مَا تُحَرِّرُ رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ فَتَسْتَطِيْعُ اَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ اَفَتَجِدُ مَا تُطْعِمُ بِهِ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قَالَ لَا قَالَ فَاُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ وَهُوَ الزَّبِيْلُ قَالَ اَطْعِمْ هٰذَا عَنْكَ قَالَ عَلٰى اَحْوَجَ مِنَّا مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا اَهْلُ بَيْتٍ اَحْوَجُ مِنَّا قَالَ فَاَطْعِمْهُ اَهْلَكَ .

১৮১৩ 'উসমান ইবন আবূ শায়বা (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, এই হতভাগা স্ত্রী সহবাস করেছে রমযানে। তিনি বললেন ঃ তুমি কি একটি গোলাম আযাদ করতে পারবে? লোকটি বলল, না। তিনি বললেন ঃ তুমি কি ক্রমাগত দু' মাস সিয়াম পালন করতে পারবে? লোকটি বলল, না। তিনি বললেন ঃ তুমি কি ষাটজন মিসকীন খাওয়াতে পারবে? সে বলল, না।

banglainternet.com

১। লাবা এবং হাররা মদীনা নগরীর দু' পাশের প্রস্তরাকীর্ণ মাঠ।

এমতাবস্থায় নবী ﷺ-এর নিকট এক 'আরাক অর্থাৎ এক ঝুড়ি খেজুর এল। নবী ﷺ বললেন ঃ এগুলো তোমার তরফ থেকে লোকদেরকে আহার করাও। লোকটি বলল, আমার চাইতেও অধিক অভাবগ্রস্ত কে? অথচ মদীনার উভয় লাবার অর্থাৎ হাররার মধ্যবর্তী স্থলে আমার পরিবারের চাইতে অধিক অভাবগ্রস্ত কেউ নেই। নবী ﷺ বললেন ঃ তা হলে তোমার পরিবারকেই খাওয়াও।

١٢١٥ بَابُ الْحِجَامَةِ وَالْقَيْءِ لِلصَّائِمِ وَقَالَ لِيْ يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ابْنُ سَلاَّمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ إِذَا قَاءَ فَلاَ يُفْطِرُ إِنَّمَا يَخْرُجُ وَلاَ يُوْلِجُ وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ يُفْطِرُ وَالأَوَّلُ أَصَحُّ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعِكْرِمَةُ الصَّوْمُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ ، ثُمَّ تَرَكَهُ ، فَكَانَ يَحْتَجِمُ بِاللَّيْلِ وَاحْتَجَمَ أَبُوْ مُوْسَى لَيْلاً ، وَيُذْكَرُ عَنْ سَعْدٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَأُمِّ سَلَمَةَ احْتَجَمُوْا صِيَامًا وَقَالَ بُكَيْرٌ عَنْ أُمِّ عَلْقَمَةَ كُنَّا نَحْتَجِمُ عِنْدَ عَائِشَةَ فَلاَ تَنْهٰى وَيُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مَرْفُوْعًا فَقَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ . وَقَالَ لِيْ عَيَّاشٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلٰى حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ الْحَسَنِ مِثْلُهُ قِيْلَ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ اللّٰهُ أَعْلَمُ

১২১৫. পরিচ্ছেদ ঃ সাওম পালনকারীর শিংগা লাগানো বা বমি করা। ইমাম বুখারী (র) বলেন, ইয়াহইয়া ইবন সালিহ (র) আমাকে বলেছেন... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বমি করলে সাওম ভঙ্গ হয় না। কেননা এতে কিছু বের হয়, ভিতরে প্রবেশ করে না। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে এও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, সাওম ভঙ্গ হয়ে যাবে। প্রথম উক্তিটি বেশী সহীহ। ইবন 'আব্বাস (রা) এবং 'ইকরিমা (র) বলেন, কোন কিছু ভিতরে প্রবেশ করলে সাওম নষ্ট হয়। কিন্তু বের হওয়ার কারণে নয়। ইবন 'উমর (রা) সায়িম অবস্থায় শিংগা লাগাতেন। অবশ্য পরবর্তী সময় তিনি দিনে শিংগা লাগানো ছেড়ে দিয়ে রাতে শিংগা লাগাতেন। আবূ মূসা (রা) রাতে শিংগা লাগিয়েছেন। সা'ঈদ, যায়দ ইবন আরকাম এবং উম্মে সালামা (রা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা সকলেই রোযাদার অবস্থায় শিংগা লাগাতেন। বুকায়র (র) উম্মে 'আলকামা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমরা 'আয়িশা (রা)-এর সামনে শিংগা লাগাতাম, তিনি আমাদের নিষেধ করতেন না। হাসান (র) থেকে একাধিক রাবী সূত্রে মরফূ' হাদীসে আছে যে, শিংগা প্রয়োগকারী এবং গ্রহণকারী উভয়ের সাওমই নষ্ট হয়ে যাবে। ইমাম বুখারী (র) বলেন, 'আইয়াশ (র) হাসান (র) থেকে আমার নিকট অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, এ কি নবী ﷺ থেকে বর্ণিত? তিনি বললেন, হাঁ। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত

banglainternet.com

١٨١٤ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ .

১৮১৪ মু'আল্লা ইবন আসাদ (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মুহরিম অবস্থায় শিংগা লাগিয়েছেন এবং সায়িম অবস্থায়ও শিংগা লাগিয়েছেন।

١٨١٥ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ .

১৮১৫ আবূ মা'মার (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ সায়িম অবস্থায় শিংগা লাগিয়েছেন।

١٨١٦ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ قَالَ لاَ إِلاَّ مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ وَزَادَ شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ .

১৮১৬ আদম ইবন আবূ ইয়াস (র)... সাবিত আল-বুনানী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস ইবন মালিক (রা)-কে প্রশ্ন করা হল, আপনারা কি সায়িমের শিংগা লাগানো অপছন্দ করতেন? তিনি বললেন, না। তবে দুর্বল হয়ে যাওয়ার কারণে অপছন্দ করতাম। শাবাবা (র) শু'বা, (র) থেকে عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ 'নবী ﷺ-এর যুগে' কথাটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন।

١٢١٦ بَابُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَالإِفْطَارِ

১২১৬. পরিচ্ছেদ ঃ সফরে সাওম পালন করা ও না করা

١٨١٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ سَمِعَ ابْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَقَالَ لِرَجُلٍ انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الشَّمْسُ قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُ فَشَرِبَ ثُمَّ رَمَى بِيَدِهِ هَاهُنَا ثُمَّ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ تَابَعَهُ جَرِيرٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ .

banglainternet.com

১৮১৭ 'আলী ইবন 'আবদুল্লাহ (র)... ইবন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক সফরে আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে বললেন ঃ সওয়ারী থেকে নেমে আমার

জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সূর্য এখনো অস্ত যায়নি। তিনি বললেন ঃ সওয়ারী থেকে নেমে আমার জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ সূর্য এখনো ডুবেনি। তিনি বললেন ঃ সওয়ারী থেকে নামো এবং আমার জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। তারপর সে সওয়ারী থেকে নেমে ছাতু গুলিয়ে আনলে তিনি তা পান করলেন এবং হাতের ইশারায় বললেন ঃ যখন দেখবে রাত এদিক থেকে ঘনিয়ে আসছে তখন বুঝবে, সাওম পালনকারী ব্যক্তির ইফতারের সময় হয়েছে। জারীর (র) এবং আবূ বাকর ইবন 'আইয়াশ (রা)... ইবন আবূ 'আওফা (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, কোন এক সফরে আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম।

١٨١٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْاَسْلَمِىَّ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنِّىْ اَسْرُدُ الصَّوْمَ .

১৮১৮ মুসাদ্দাদ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, হামযা ইবন 'আমর আসলামী (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ক্রমাগত সিয়াম পালন করছি।

١٨١٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْاَسْلَمِىَّ قَالَ لِلنَّبِىِّ ﷺ اَاَصُوْمُ فِى السَّفَرِ وَكَانَ كَثِيْرَ الصِّيَامِ فَقَالَ اِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَاِنْ شِئْتَ فَاَفْطِرْ .

১৮১৯ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (রা)... নবী ﷺ-এর স্ত্রী 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, হামযা ইবন 'আমর আসলামী (রা) অধিক সাওম পালনে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি নবী ﷺ-কে বললেন, আমি সফরেও কি সাওম পালন করতে পারি? তিনি বললেন ঃ ইচ্ছা করলে তুমি সাওম পালন করতে পার, আবার ইচ্ছা করলে নাও করতে পার।

١٢١٧ بَابُ اِذَا صَامَ اَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ سَافَرَ

১২১৭. পরিচ্ছেদ ঃ রমযানের কয়েকদিন সাওম পালন করে যদি কেউ সফর আরম্ভ করে

١٨٢٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ اِلٰى مَكَّةَ فِىْ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتّٰى بَلَغَ الْكَدِيْدَ اَفْطَرَ فَاَفْطَرَ النَّاسُ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَالْكَدِيْدُ مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ

banglainternet.com

১৮২০ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাওমের

অবস্থায় কোন এক রমযানে মক্কার পথে যাত্রা করলেন। কাদীদ নামক স্থানে পৌছার পর তিনি সাওম ভঙ্গ করে ফেললে লোকেরা সকলেই সাওম ভঙ্গ করলেন। আবূ 'আবদুল্লাহ (র) বলেন, 'উসফান ও কুদায়দ নামক দুই স্থানের মধ্যে কাদীদ একটি ঝর্ণা।

١٨٢١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ اَنَّ اِسْمٰعِيْلَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ حَدَّثَهُ عَنْ اُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ بَعْضِ اَسْفَارِهٖ فِىْ يَوْمٍ حَارٍّ حَتّٰى يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلٰى رَأْسِهٖ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِيْنَا صَائِمٌ اِلَّا مَا كَانَ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ وَابْنِ رَوَاحَةَ .

১৮২১ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক সফরে প্রচণ্ড গরমের দিনে আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে রওয়ানা হলাম। গরম এত প্রচণ্ড ছিল যে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ হাত মাথার উপর তুলে ধরেছিলেন। এ সময় নবী ﷺ এবং ইবনে রাওয়াহা (রা) ছাড়া আমাদের কেউই সায়িম ছিল না।

١٢١٨ بَابُ قَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ لِمَنْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ وَاشْتَدَّ الْحَرُّ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِى السَّفَرِ

১২১৮. পরিচ্ছেদ ঃ প্রচণ্ড গরমের কারণে যে ব্যক্তির উপর ছায়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে তাঁর সম্পর্কে নবী ﷺ-এর বাণী ঃ সফরে সাওম পালন করায় নেকী নেই

١٨٢٢ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَنْصَارِىُّ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو ابْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَرَاٰى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا هٰذَا فَقَالُوْا صَائِمٌ فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِى السَّفَرِ .

১৮২২ আদম (র)... জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক সফরে ছিলেন, হঠাৎ তিনি লোকের জটলা এবং ছায়ার নিচে এক ব্যক্তিকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এর কী হয়েছে? লোকেরা বলল, সে সায়িম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ সফরে সাওম পালনে কোন নেকী নেই।

١٢١٩ بَابُ لَمْ يَعِبْ اَصْحَابُ النَّبِىِّ ﷺ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِى الصَّوْمِ وَالْاِفْطَارِ

১২১৯. পরিচ্ছেদ ঃ সিয়াম পালন করা ও না করার ব্যাপারে নবী ﷺ-এর সাহাবীগণ একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করতেন না

banglainternet.com

١٨٢٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِىِّ

ﷺ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ .

১৮২৩ 'আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে সফরে যেতাম। সায়িম ব্যক্তি গায়ের সায়িমকে (যে সাওম পালন করছে না) এবং গায়ের সায়িম ব্যক্তি সায়িমকে দোষারোপ করত না।

١٢٢٠ بَابُ مَنْ أَفْطَرَ فِي السَّفَرِ لِيَرَاهُ النَّاسُ

১২২০. পরিচ্ছেদ ঃ সফর অবস্থায় সাওম ভঙ্গ করা, যাতে লোকেরা দেখতে পায়

١٨٢٤ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَـٰعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَرَفَعَهُ إِلَى يَدَيْهِ لِيُرِيَهُ النَّاسَ فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَدْ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ .

১৮২৪ মূসা ইবন ইসমা'ঈল (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনা থেকে মক্কায় রওয়ানা হলেন। তখন তিনি সাওম পালন করছিলেন। 'উসফানে পৌঁছার পর তিনি পানি আনার জন্য আদেশ করলেন। তারপর তিনি লোকদেরকে দেখানোর জন্য পানি হাতের উপর উঁচু করে ধরে সাওম ভঙ্গ করলেন এবং এ অবস্থায় মক্কায় পৌঁছলেন। এ ছিল রমযান মাসে। তাই ইবন 'আব্বাস (রা) বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাওম পালন করেছেন এবং সাওম ভঙ্গও করেছেন। যার ইচ্ছা সাওম পালন করতে পারে আর যার ইচ্ছা সাওম ভঙ্গ করতে পারে।

١٢٢١ بَابُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَسَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ نَسَخَتْهَا شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَـٰتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ نَزَلَ رَمَضَانُ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَكَانَ مَنْ أَطْعَمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا تَرَكَ الصَّوْمَ مِمَّنْ يُطِيقُهُ وَرُخِّصَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ فَنَسَخَتْهَا وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ فَأُمِرُوا بِالصَّوْمِ

১২২১. পরিচ্ছেদ ঃ এ (রোযা) যাদেরকে অতিশয় কষ্ট দেয় তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে ফিদয়া– একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করা (২ ঃ ১৮৪) ইবন 'উমর (রা) এবং সালামা ইবন

banglainternet.com

আকওয়া' (রা) বলেন যে, উক্ত আয়াতকে রহিত করেছে এ আয়াত ঃ রমযান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে তারা যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে এবং কেউ পীড়িত থাকলে কিংবা সফরে থাকলে অন্য সময় এ সংখ্যা পূরণ করতে হবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ, তা চান এবং যা তোমাদের জন্য ক্লেশকর, তা চান না; এ জন্য যে, তোমরা সংখ্যা পূর্ণ করবে এবং তোমাদের সৎপথে পরিচালিত করার কারণে তোমরা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করবে এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার। (২ ঃ ১৮৫)। ইবন নুমায়র (র) ইবন আবূ লায়লা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ﷺ-এর সাহাবীগণ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, রমযানের হুকুম নাযিল হলে তা পালন করা তাঁদের জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। তাই তাঁদের মধ্যে কেউ সাওম পালনে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও সাওম ত্যাগ করে প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাওয়াতো। এ ব্যাপারে তাদের অনুমতিও দেওয়া হয়েছিল। তারপর وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَكُمْ 'আর সাওম পালন করাই তোমাদের জন্য উত্তম', এ আয়াতটি পূর্বের হুকুমকে রহিত করে দেয় এবং সবাইকে সাওম পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়

١٨٢٥ حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَرَأَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ قَالَ هِيَ مَنْسُوْخَةٌ .

১৮২৫ আইয়াশ (র)... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ আয়াতটি পড়ে বলেছেন যে, ইহা রহিত।

١٢٢٢ بَابُ مَتٰى يُقْضٰى قَضَاءُ رَمَضَانَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَبَأْسَ اَنْ يُفَرِّقَ لِقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ وَقَالَ سَعِيْدُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ فِيْ صَوْمِ الْعَشْرِ لاَ يَصُلُحُ حَتّٰى يَبْدَأَ بِرَمَضَانَ وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ النَّخْعِيُّ اِذَا فَرَّطَ حَتّٰى جَاءَ رَمَضَانُ اٰخَرُ يَصُوْمُهُمَا وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعَامًا وَيُذْكَرُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ مُرْسَلاً وَابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ يُطْعِمُ وَلَمْ يَذْكُرِ اللّٰهُ الْاِطْعَامَ اِنَّمَا قَالَ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ

১২২২. পরিচ্ছেদ ঃ রমযানের কাযা কখন আদায় করা হবে?

ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন, পৃথক পৃথক রাখলে কোন ক্ষতি নেই। কেননা, আল্লাহ বলেছেন, فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ 'অন্যদিনে এর সংখ্যা পূর্ণ করবে।' সা'ঈদ ইবন মুসায়্যাব (র) বলেছেন, রমযানের কাযা আদায় না করে যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকে সাওম পালন করা

banglainternet.com

উচিত নয়। ইবরাহীম নাখ'ঈ (র) বলেন, অবহেলার কারণে যদি পরবর্তী রমযান এসে যায় তাহলে উভয় রমযানের সাওম এক সাথে আদায় করবে। মিসকীন খাওয়াতে হবে বলে তিনি মনে করেন না। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত একটি মুরসাল হাদীসে এবং ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, সে খাওয়াবে; অথচ আল্লাহ তা'আলা খাওয়ানোর কথাটি উল্লেখ করেননি। বরং তিনি বলেছেন, فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ 'অন্য দিনে এ সংখ্যা পূরণ করবে'

١٨٢٦ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا تَقُوْلُ كَانَ يَكُوْنُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا اَسْتَطِيْعُ اَنْ اَقْضِيَ اِلاَّ فِيْ شَعْبَانَ قَالَ يَحْيٰى الشُّغْلُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ اَوْ بِالنَّبِيِّ ﷺ .

১৮২৬ আহমদ ইবন ইউনুস (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার উপর রমযানের যে কাযা থেকে যেত তা পরবর্তী শা'বান ছাড়া আমি আদায় করতে পারতাম না। ইয়াহ্ইয়া (রা) বলেন, নবী ﷺ -এর ব্যস্ততার কারণে কিংবা নবী ﷺ-এর সঙ্গে ব্যস্ততার কারণে।

١٢٢٣ بَابُ اَلْحَائِضُ تَتْرُكُ الصَّوْمَ وَالصَّلاَةَ وَقَالَ اَبُوْ الزِّنَادِ اِنَّ السُّنَنَ وَوُجُوْهَ الْحَقِّ لَتَاْتِيْ كَثِيْرًا عَلَى خِلاَفِ الرَّاْيِ فَمَا يَجِدُ الْمُسْلِمُوْنَ بُدًّا مِنْ اِتِّبَاعِهَا مِنْ ذٰلِكَ اَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصِّيَامَ وَلاَ تَقْضِي الصَّلاَةَ

১২২৩. পরিচ্ছেদ ঃ ঋতুবতী মহিলা সালাত ও সাওম উভয়ই ত্যাগ করবে

আবূয-যিনাদ (র) বলেন, শরীয়াতের হুকুম-আহকাম অনেক সময় কিয়াসের বিপরীতও হয়ে থাকে। মুসলমানের জন্য এর অনুসরণ ছাড়া কোন উপায় নেই। এর একটি উদাহরণ হল যে, ঋতুবতী মহিলা সাওমের কাযা করবে কিন্তু সালাতের কাযা করবে না

١٨٢٧ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ نَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ زَيْدٌ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلَيْسَ اِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ فَذٰلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِيْنِهَا .

১৮২৭ ইবন আবূ মারইয়াম (র)... আবূ সা'ঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ এ কথা কি ঠিক নয় যে, হায়য শুরু হলে মেয়েরা সালাত আদায় করে না এবং সাওমও পালন করে না। এ হল তাদের দীনেরই ত্রুটি।

١٢٢٤ بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ وَقَالَ الْحَسَنُ اِنْ صَامَ عَنْهُ ثَلاَثُوْنَ رَجُلاً يَوْمًا وَاحِدًا جَازَ

banglainternet.com

১২২৪. পরিচ্ছেদ ঃ সাওমের কাযা যিম্মায় রেখে যার মৃত্যু হয়

হাসান (র) বলেন, তার পক্ষ থেকে ত্রিশজন লোক একদিন সাওম পালন করলে হবে

١٨٢٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ تَابَعَهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ .

১৮২৮ মুহাম্মদ ইবন খালিদ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সাওমের কাযা যিম্মায় রেখে যদি কোন ব্যক্তি মারা যায় তাহলে তার অভিভাবক তার পক্ষ থেকে সাওম আদায় করবে। ইবন ওয়াহব (র) 'আমর (র) থেকে উক্ত হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইয়াহইয়া ইবন আইয়ূব (র)... ইবন আবূ জা'ফর (র) থেকেও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٨٢٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى قَالَ سُلَيْمَانُ فَقَالَ الْحَكَمُ وَسَلَمَةُ وَنَحْنُ جَمِيعًا جُلُوسٌ حِينَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَا سَمِعْنَا مُجَاهِدًا يَذْكُرُ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَيَذْكُرُ عَنْ أَبِي خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْحَكَمِ وَمُسْلِمٍ الْبَطِينِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَقَالَ يَحْيَى وَأَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ وَقَالَ أَبُو حَرِيزٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَاتَتْ أُمِّي وَعَلَيْهَا صَوْمُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا .

১৮২৯ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুর রাহীম (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মা এক মাসের সাওম যিম্মায় রেখে মারা গেছেন, আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে এ সাওম কাযা করতে পারি? তিনি বলেন ঃ হাঁ, আল্লাহর ঋণ পরিশোধ করাই হল অধিক যোগ্য। সুলায়মান (র) বলেন, হাকাম (র) এবং সালামা (র) বলেছেন, মুসলিম (র) এ হাদীস বর্ণনা করার সময় আমরা সকলেই একসাথে উপবিষ্ট ছিলাম। তাঁরা উভয়ই বলেছেন যে, ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে মুজাহিদ (র)-কে এ হাদীস বর্ণনা করতে আমরা শুনেছি। আবূ খালিদ আহমার (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন মহিলা নবী ﷺ-কে বলল, আমার বোন মারা গেছে। ইয়াহইয়া (র) ও আবূ মু'আবিয়া...

banglainternet.com

ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, এক মহিলা নবী ﷺ-কে বলল, আমার মা মারা গেছেন। 'উবায়দুল্লাহ (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, এক মহিলা নবী ﷺ-কে বলল, আমার মা মারা গেছে, অথচ তার যিম্মায় মানতের সাওম রয়েছে। আবূ হারীয (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, এক মহিলা নবী ﷺ-কে বলল, আমার মা মারা গেছে, অথচ তার যিম্মায় পনর দিনের সাওম রয়ে গেছে।

١٢٢٥ بَابُ مَتَى يَحِلُّ فِطْرُ الصَّائِمِ وَأَفْطَرَ أَبُوْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيُّ حِيْنَ غَابَ قُرْصُ الشَّمْسِ

১২২৫. পরিচ্ছেদ ঃ সায়িমের জন্য কখন ইফতার করা হালাল। সূর্যের গোলাকার বৃত্ত অদৃশ্য হওয়ার সাথে সাথেই আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) ইফতার করতেন

١٨٣٠ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيْ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ .

১৮৩০ হুমায়দী (র)... 'উমর ইবন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যখন রাত্র সে দিক থেকে ঘনিয়ে আসে ও দিন এ দিক থেকে চলে যায় এবং সূর্য ডুবে যায়, তখন সায়িম ইফতার করবে।

١٨٣١ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِبَعْضِ الْقَوْمِ يَافُلَانُ قُمْ فَاجْدَحْ لَنَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ أَمْسَيْتَ قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَلَوْ أَمْسَيْتَ قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُمْ فَشَرِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ .

১৮৩১ ইসহাক ওয়াসিতী (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। আর তিনি ছিলেন সায়িম। যখন সূর্য ডুবে গেল তখন তিনি দলের কাউকে বললেন ঃ হে অমুক! উঠ। আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সন্ধ্যা হলে ভাল হতো। তিনি বললেন ঃ নেমে যাও এবং আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, সন্ধ্যা হলে ভাল হতো। তিনি বললেন ঃ নেমে যাও এবং আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। সে বলল, দিন তো আপনার এখনো রয়েছে। তিনি বললেন ঃ তুমি নামো এবং আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। তারপর সে নামল এবং তাঁদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আনল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা পান করলেন, তারপর বললেন ঃ যখন তোমরা দেখবে, রাত একদিক থেকে ঘনিয়ে আসছে, তখন সায়িম ইফতার করবে।

banglainternet.com

١٢٢٦ بَابُ يُفْطِرُ بِمَا تَيَسَّرَ عَلَيْهِ بِالْمَاءِ وَغَيْرِهِ

১২২৬. পরিচ্ছেদ ঃ পানি বা সহজলভ্য অন্য কিছু দিয়ে ইফতার করবে

١٨٣٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ سُلَيْمَانُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سِرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ أَمْسَيْتَ قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ فَنَزَلَ فَجَدَحَ ثُمَّ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ .

১৮৩২ মুসাদ্দাদ (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে রওয়ানা দিলাম এবং তিনি রোযাদার ছিলেন। সূর্য অস্ত যেতেই তিনি বললেন ঃ তুমি সওয়ারী থেকে নেমে আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আর একটু সন্ধ্যা হতে দিন। তিনি বললেন ঃ তুমি নেমে যাও এবং আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখনো তো আপনার সামনে দিন রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তুমি নেমে যাও এবং আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। তারপর তিনি সওয়ারী থেকে নামলেন এবং ছাতু গুলিয়ে আনলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আঙ্গুল দ্বারা পূর্বদিকে ইশারা করে বললেন ঃ যখন তোমরা দেখবে যে, রাত এদিক থেকে আসছে, তখনই রোযাদারের ইফতারের সময় হয়ে গেল।

١٢٢٧ بَابُ تَعْجِيلِ الْإِفْطَارِ

১২২৭. পরিচ্ছেদ ঃ ইফতার ত্বরান্বিত করা

١٨٣٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ.

১৮৩৩ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ লোকেরা যতদিন যাবত ওয়াক্ত হওয়ামাত্র ইফতার করবে, ততদিন তারা কল্যাণের উপর থাকবে।

١٨٣٤ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَصَامَ حَتَّى أَمْسَى ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي قَالَ لَوْ انْتَظَرْتَ حَتَّى تُمْسِيَ قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي إِذَا رَأَيْتَ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ .

banglainternet.com

১৮৩৪ আহমদ ইবন ইউনুস (র)... ইবন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সফরে আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি সন্ধ্যা পর্যন্ত সাওম পালন করেন। এরপর এক ব্যক্তিকে বললেন ঃ সওয়ারী

হতে নেমে ছাতু গুলিয়ে আন। লোকটি বলল, আপনি যদি (পূর্ণ সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত) অপেক্ষা করতেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ) পুনরায় বললেন ঃ নেমে আমার জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। (তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ) যখন তুমি এদিক (পূর্বদিক) হতে রাত্রির আগমন দেখতে পাবে তখন রোযাদার ইফতার করবে।

١٢٢٨ بَابُ اِذَا اَفْطَرَ فِىْ رَمَضَانَ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ

১২২৮. পরিচ্ছেদ ঃ রমযানে ইফতারের পরে যদি সূর্য দেখা যায়

١٨٣٥ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ اَفْطَرْنَا عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ يَوْمٍ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ قِيْلَ لِهِشَامٍ فَاُمِرُوْا بِالْقَضَاءِ قَالَ بُدٌّ مِنْ قَضَاءٍ وَقَالَ مَعْمَرٌ سَمِعْتُ هِشَامًا لاَ اَدْرِىْ اَقَضَوْا اَمْ لاَ .

১৮৩৫ 'আবদুল্লাহ ইবন আবূ শায়বা (র)... আসমা বিনত আবূ বাকর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর যুগে একবার মেঘাচ্ছন্ন দিনে আমরা ইফতার করলাম, এরপর সূর্য দেখা যায়। বর্ণনাকারী হিশামকে জিজ্ঞাসা করা হল, তাদের কি কাযা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল? হিশাম (র) বললেন, কাযা ছাড়া উপায় কি? (অপর বর্ণনাকারী) মা'মার (র) বলেন, আমি হিশামকে বলতে শুনেছি, তাঁরা কাযা করেছিলেন কি না তা আমি জানি না।

١٢٢٩ بَابُ صَوْمِ الصِّبْيَانِ وَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لِنَشْوَانَ فِىْ رَمَضَانَ وَيْلَكَ وَصِبْيَانُنَا صِيَامٌ فَضَرَبَهُ

১২২৯. পরিচ্ছেদ ঃ বাচ্চাদের সাওম পালন করা। রমযানে দিনের বেলায় এক নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে 'উমর (রা) বলেন, আমাদের বাচ্চারা পর্যন্ত সাওম পালন করছে। তোমার সর্বনাশ হোক! তারপর 'উমর (রা) তাকে মারলেন

١٨٣٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ ابْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ اَرْسَلَ النَّبِىُّ ﷺ غَدَاةَ عَاشُوْرَاءَ اِلٰى قُرَى الْاَنْصَارِ مَنْ اَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ اَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيَصُمْ قَالَتْ فَكُنَّا نَصُوْمُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ فَاِذَا بَكٰى اَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ اَعْطَيْنَاهُ ذٰلِكَ حَتّٰى يَكُوْنَ عِنْدَ الْاِفْطَارِ ـ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الْعِهْنُ الصُّوْفُ .

১৮৩৬ মুসাদ্দাদ (র)... রুবায়্যি' বিনত মু'আব্বিয (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আশূরার[১] সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসারদের সকল পল্লীতে এ নির্দেশ দিলেন ঃ যে ব্যক্তি সাওম পালন করেনি সে যেন দিনের বাকি অংশ না খেয়ে থাকে, আর যার সাওম অবস্থায় সকাল হয়েছে, সে যেন সাওম পূর্ণ করে। তিনি (রুবায়্যি') (রা) বলেন, পরবর্তীতে আমরা ঐ দিন রোযা রাখতাম এবং আমাদের শিশুদের রোযা রাখাতাম। আমরা তাদের জন্য পশমের খেলনা তৈরি করে দিতাম। তাদের কেউ খাবারের জন্য কাঁদলে তাকে ঐ খেলনা দিয়ে ইফতার

banglainternet.com

১. মুহাররম মাসের দশম তারিখ, রমযানের রোযা ফরয হবার আগে এই দিন রোযা করার নির্দেশ ছিল।

পর্যন্ত ভুলিয়ে রাখতাম। আবূ 'আবদুল্লাহ (র) বলেন, عِهْن অর্থ পশম।

١٢٣٠ بَابُ الْوِصَالِ ؛ وَمَنْ قَالَ لَيْسَ فِي اللَّيْلِ صِيَامٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ رَحْمَةً لَهُمْ وَإِبْقَاءً عَلَيْهِمْ وَمَا يُكْرَهُ مِنَ التَّعَمُّقِ

১২৩০. পরিচ্ছেদ ঃ সাওমে বেসাল (বিরতিহীন সাওম)। আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ রাতের আগমন পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর। (২ ঃ ১৮৭) এর পরিপ্রেক্ষিতে রাতে সাওম পালন করা যাবে না বলে যিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন, নবী করীম ﷺ উম্মতের উপর দয়াপরবশ হয়ে ও তাদের স্বাস্থ্য রক্ষার খাতিরে সাওমে বেসাল হতে নিষেধ করেছেন এবং কোন বিষয়ে বাড়াবাড়ি করা নিন্দনীয়

١٨٣٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تُوَاصِلُوا قَالُوا إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ قَالَ إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى أَوْ إِنِّي أَبِيتُ أُطْعَمُ وَأُسْقَى.

১৮৩৭ মুসাদ্দাদ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা সাওমে বেসাল পালন করবে না। লোকেরা বলল, আপনি যে সাওমে বেসাল করেন? তিনি বললেন ঃ আমি তোমাদের মত নই। আমাকে পানাহার করানো হয় (অথবা বললেন) আমি পানাহার অবস্থায় রাত অতিবাহিত করি।

١٨٣٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ قَالُوا إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى .

১৮৩৮ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাওমে বেসাল হতে নিষেধ করলেন। লোকেরা বললো, আপনি যে সাওমে বেসাল পালন করেন! তিনি বললেন ঃ আমি তোমাদের মত নই, আমাকে পানাহার করানো হয়।

١٨٣٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يَزِيدُ ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لاَتُوَاصِلُوا فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ قَالُوا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَبِيتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي وَسَاقٍ يَسْقِينِ.

১৮৩৯ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... আবূ সা'ঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, তোমরা সাওমে বেসাল পালন করবে না। তোমাদের কেউ সাওমে বেসাল করতে চাইলে সে যেন সাহরীর সময় পর্যন্ত করে। লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যে সাওমে বেসাল পালন করেন? তিনি বললেন ঃ আমি তোমাদের মত নই, আমি রাত্রি যাপন করি এরূপ অবস্থায় যে, আমার জন্য একজন খাদ্য

banglainternet.com

পরিবেশনকারী থাকেন যিনি আমাকে আহার করান এবং একজন পানীয় পরিবেশনকারী আমাকে পান করান।

١٨٤٠ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدٌ قَالاَ ثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ فَقَالُوْا اِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ اِنِّىْ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ اِنِّىْ يُطْعِمُنِىْ رَبِّىْ وَيَسْقِيْنِىْ. قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ لَمْ يَذْكُرْ عُثْمَانُ رَحْمَةً لَهُمْ .

১৮৪০ 'উসমান ইবন আবূ শায়বা (র) ও মুহাম্মদ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের উপর দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে সাওমে বেসাল হতে নিষেধ করলে তারা বলল, আপনি যে সাওমে বেসাল করে থাকেন! তিনি বললেন ঃ আমি তোমাদের মত নই, আমার প্রতিপালক আমাকে পানাহার করান। আবূ 'আবদুল্লাহ বুখারী (র) বলেন, রাবী 'উসমান (র) (رحمة لهم) 'তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে' কথাটি উল্লেখ করেননি।

١٢٣١ بَابُ التَّنْكِيْلِ لِمَنْ اَكْثَرَ الْوِصَالَ رَوَاهُ اَنَسٌ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ

১২৩১. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে সাওমে বেসাল পালন করে তাকে শাস্তি প্রদান। আনাস (রা) নবী করীম ﷺ হতে এ বর্ণনা করেছেন

١٨٤١ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ فِى الصَّوْمِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَاَيُّكُمْ مِثْلِىْ اِنِّىْ اَبِيْتُ يُطْعِمُنِىْ رَبِّىْ وَيَسْقِيْنِىْ فَلَمَّا اَبَوْا اَنْ يَنْتَهُوْا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَاَوُا الْهِلاَلَ فَقَالَ لَوْ تَاَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ كَالتَّنْكِيْلِ لَهُمْ حِيْنَ اَبَوْا اَنْ يَنْتَهُوْا .

১৮৪১ আবুল ইয়ামান (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিরতিহীন সাওম পালন করতে নিষেধ করলে মুসলিমদের এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যে বিরতিহীন সাওম পালন করেন? তিনি বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে আমার মত কে আছ? আমি এমনভাবে রাত যাপন করি যে, আমার প্রতিপালক আমাকে পানাহার করান। এরপর যখন লোকেরা সাওমে বেসাল করা হতে বিরত থাকল না তখন তিনি তাদেরকে নিয়ে দিনের পর দিন সাওমে বেসাল করতে থাকলেন। এরপর লোকেরা যখন চাঁদ দেখতে পেল তখন তিনি বললেন ঃ যদি চাঁদ উঠতে আরো দেরী হত তবে আমি তোমাদেরকে নিয়ে আরো বেশী দিন সাওমে বেসাল করতাম। এ কথা তিনি তাদেরকে শাস্তি প্রদান স্বরূপ বলেছিলেন, যখন তারা বিরত থাকতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল

banglainternet.com

١٨٤٢ حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ

ﷺ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ مَرَّتَيْنِ قِيْلَ اِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ اِنِّىْ اَبِيْتُ يُطْعِمُنِىْ رَبِّىْ وَيَسْقِيْنِ فَاكْلَفُوْا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيْقُوْنَ.

১৮৪২ ইয়াহইয়া (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন ঃ তোমরা সাওমে বেসাল পালন করা হতে বিরত থাক (বাক্যটি তিনি) দু'বার বললেন। তাঁকে বলা হল, আপনি তো সাওমে বেসাল করেন। তিনি বললেন ঃ আমি এভাবে রাত যাপন করি যে, আমার প্রতিপালক আমাকে পানাহার করিয়ে থাকেন। তোমরা তোমাদের সাধ্যানুযায়ী আমল করার দায়িত্ব গ্রহণ করো।

١٢٣٢ بَابُ الْوِصَالِ اِلَى السَّحَرِ

১২৩২. পরিচ্ছেদ ঃ সাহরীর সময় পর্যন্ত সাওমে বেসাল পালন করা

١٨٤٣ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ ابْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِىْ ابْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَتُوَاصِلُوْا فَاَيُّكُمْ اَرَادَ اَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ قَالُوْا فَاِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ اِنِّىْ اَبِيْتُ لِىْ مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِىْ وَسَاقٍ يَسْقِيْنِىْ .

১৮৪৩ ইবরাহীম ইবন হামযা (র)... আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, তোমরা সাওমে বেসাল করবে না। তোমাদের কেউ যদি সাওমে বেসাল করতে চায়, তবে যেন সাহরীর সময় পর্যন্ত করে। সাহাবাগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো সাওমে বেসাল পালন করেন? তিনি বললেন ঃ আমি তোমাদের মত নই। আমি এভাবে রাত যাপন করি যে, আমার জন্য একজন আহারদাতা রয়েছেন যিনি আমাকে আহার করান, একজন পানীয় দানকারী আছেন যিনি আমাকে পান করান।

١٢٣٣ بَابُ مَنْ اَقْسَمَ عَلَى اَخِيْهِ لِيُفْطِرَ فِىْ التَّطَوُّعِ وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَضَاءً اِذَا كَانَ اَوْفَقَ لَهُ

১২৩৩. পরিচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের নফল সাওম ভঙ্গের জন্য কসম দিলে এবং তার জন্য এ সাওমের কাযা ওয়াজিব মনে না করলে, যখন সাওম পালন না করা তার জন্য উত্তম হয়

١٨٤٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْعُمَيْسِ عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِىْ جُحَيْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اٰخَى النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَ سَلْمَانَ وَاَبِى الدَّرْدَاءِ فَزَارَ سَلْمَانُ اَبَا الدَّرْدَاءِ فَرَاَى اُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً فَقَالَ لَهَا مَا شَاْنُكِ قَالَتْ اَخُوْكَ اَبُوْ الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِى الدُّنْيَا فَجَاءَ اَبُوْ الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ كُلْ فَاِنِّىْ صَائِمٌ قَالَ مَا اَنَا بِاٰكِلٍ حَتَّى تَاْكُلَ فَاَكَلَ فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ اَبُوْ الدَّرْدَاءِ يَقُوْمُ قَالَ نَمْ فَنَامَ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُوْمُ فَقَالَ نَمْ فَلَمَّا كَانَ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ قُمِ الاٰنَ فَصَلَّيَا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ اِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِاَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَاَعْطِ كُلَّ ذِىْ حَقٍّ حَقَّهُ فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ صَدَقَ سَلْمَانُ .

banglainternet.com

১৮৪৪ মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র)... আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সালমান (রা) ও আবুদ দারদা (রা)-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন করে দেন। (একবার) সালমান (রা) আবুদ দারদা (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করতে এসে উম্মুদ দারদা (রা)-কে মলিন কাপড় পরিহিত দেখতে পান। তিনি এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে উম্মুদ দারদা (রা) বললেন, আপনার ভাই আবুদ দারদার পার্থিব কোন কিছুর প্রতি মোহ নেই। কিছুক্ষণ পরে আবুদ দারদা (রা) এলেন। তারপর তিনি সালমান (রা)-এর জন্য আহার্য প্রস্তুত করান এবং বলেন, আপনি খেয়ে নিন, আমি সাওম পালন করছি। সালমান (রা) বললেন, আপনি না খেলে আমি খাবো না। এরপর আবুদ দারদা (রা) সালমান (রা)-এর সঙ্গে খেলেন। রাত হলে আবুদ দারদা (রা) (সালাত আদায়ে) দাঁড়াতে গেলেন। সালমান (রা) বললেন, এখন ঘুমিয়ে যান। আবুদ দারদা (রা) ঘুমিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে আবুদ দারদা (রা) আবার সালাতে দাঁড়াতে উদ্যত হলেন, সালমান (রা) বললেন, ঘুমিয়ে যান। যখন রাতের শেষ ভাগ হলো, সালমান (রা) আবুদ দারদা (রা)-কে বললেন, এখন দাঁড়ান। এরপর তাঁরা দু'জনে সালাত আদায় করলেন। পরে সালমান (রা) তাঁকে বললেন, আপনার প্রতিপালকের হক আপনার উপর আছে। আপনার নিজেরও হক আপনার উপর রয়েছে। আবার আপনার পরিবারেরও হক রয়েছে। প্রত্যেক হকদারকে তার হক প্রদান করুন। এরপর আবুদ দারদা (রা) নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে এ ঘটনা বর্ণনা করলেন। (সব শুনে) নবী ﷺ বললেন ঃ সালমান ঠিকই বলেছে।

١٢٣٤ بَابُ صَوْمِ شَعْبَانَ

১২৩৪. পরিচ্ছেদ ঃ শা'বান (মাস)-এর সাওম

١٨٤٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلاَّ رَمَضَانَ ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ .

১৮৪৫ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একাধারে (এত বেশী) সাওম পালন করতেন যে, আমরা বলাবলি করতাম, তিনি আর সাওম পরিত্যাগ করবেন না। (আবার কখনো এত বেশী) সাওম পালন না করা অবস্থায় একাধারে কাটাতেন যে, আমরা বলাবলি করতাম, তিনি আর (নফল) সাওম পালন করবেন না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রমযান ব্যতীত কোন পুরা মাসের সাওম পালন করতে দেখিনি এবং শা'বান মাসের চেয়ে কোন মাসে বেশী (নফল) সাওম পালন করতে দেখিনি।

١٨٤٦ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُ قَالَتْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ ، وَكَانَ يَقُولُ خُذُوا مِنَ

banglainternet.com

الْعَمَلِ مَا تُطِيقُوْنَ فَاِنَّ اللّٰهَ لاَ يَمَلُّ حَتّٰى تَمَلُّوْا . وَاَحَبُّ الصَّلاَةِ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ مَادِيْمَ عَلَيْهِ وَاِنْ قَلَّتْ وَكَانَ اِذَا صَلّٰى صَلاَةً دَاوَمَ عَلَيْهَا .

১৮৪৬ মুআ'য ইবন ফাযালা (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ শা'বান মাসের চেয়ে বেশী (নফল) সাওম কোন মাসে পালন করতেন না। তিনি (প্রায়) পুরা শা'বান মাসই সাওম পালন করতেন এবং তিনি বলতেন ঃ তোমাদের সাধ্যে যতটুকু কুলায় ততটুকু (নফল) আমল কর, কারণ তোমরা (আমল করতে করতে) ক্লান্ত হয়ে না পড়া পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা (সাওয়াব দান) বন্ধ করেন না। নবী করীম ﷺ-এর কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় সালাত ছিল তাই– যা যথাযথ নিয়মে সর্বদা আদায় করা হত, যদিও তা পরিমাণে কম হত এবং তিনি যখন কোন (নফল) সালাত আদায় করতেন পরবর্তীতে তা অব্যাহত রাখতেন।

١٢٣٥ بَابُ مَا يُذْكَرُ مِنْ صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ وَاِفْطَارِهِ

১২৩৫. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ-এর সাওম পালন করা ও না করার বর্ণনা

١٨٤٧ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِيْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا صَامَ النَّبِيُّ ﷺ شَهْرًا كَامِلاً قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ وَيَصُوْمُ حَتّٰى يَقُوْلَ الْقَائِلُ لاَ وَاللّٰهِ لاَيُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتّٰى يَقُوْلَ الْقَائِلُ لاَ وَاللّٰهِ لاَ يَصُوْمُ .

১৮৪৭ মূসা ইবন ইসমা'ঈল (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ রমযান ব্যতীত কোন মাসে পুরা মাসের সাওম পালন করেন নাই। তিনি এমনভাবে (নফল) সাওম পালন করতেন যে, কেউ বলতে চাইলে বলতে পারতো, আল্লাহর কসম! তিনি আর সাওম পালন পরিত্যাগ করবেন না। আবার এমনভাবে (নফল) সাওম ছেড়ে দিতেন যে, কেউ বলতে চাইলে বলতে পারতো আল্লাহর কসম! তিনি আর সাওম পালন করবেন না।

١٨٤٨ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتّٰى نَظُنَّ اَنْ لاَ يَصُوْمَ مِنْهُ وَيَصُوْمُ حَتّٰى نَظُنَّ اَنْ لاَ يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا وَكَانَ لاَ تَشَاءُ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا اِلاَّ رَاَيْتَهُ وَلاَ نَائِمًا اِلاَّ رَاَيْتَهُ وَقَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ حُمَيْدٍ اَنَّهُ سَاَلَ اَنَسًا فِيْ الصَّوْمِ .

১৮৪৮ 'আবদুল 'আযীয ইবন 'আবদুল্লাহ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন মাসে এভাবে সাওম ছেড়ে দিতেন যে, আমরা মনে করতাম, তিনি এ মাসে আর সাওম পালন করবেন না। আবার কোন মাসে এভাবে সাওম পালন করতেন যে, আমরা মনে করতাম তিনি এ মাসে আর সাওম

banglainternet.com

ছাড়বেন না। আর তুমি যদি তাঁকে রাতে সালাত আদায়রত অবস্থায় দেখতে চাইতে তবে তা দেখতে পেতে, আবার যদি তুমি তাঁকে ঘুমন্ত দেখতে চাইতে তবে তাও দেখতে পেতে। সুলায়মান (র) হুমায়দ (র) সূত্রে বলেন যে, তিনি আনাস (রা)-কে সাওম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন।

١٨٤٩ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَالِدِ الْاَحْمَرُ اَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ قَالَ سَاَلْتُ اَنَسًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ صِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَا كُنْتُ اُحِبُّ اَنْ اَرَاهُ مِنَ الشَّهْرِ صَائِمًا اِلاَّ رَاَيْتُهُ وَلاَ مُفْطِرًا اِلاَّ رَاَيْتُهُ وَلاَ مِنَ اللَّيْلِ قَائِمًا اِلاَّ رَاَيْتُهُ وَلاَ نَائِمًا اِلاَّ رَاَيْتُهُ وَلاَ مَسِسْتُ خَزَّةً وَلاَ حَرِيْرَةً اَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ شَمِمْتُ مِسْكَةً وَلاَ عَنْبَرَةً اَطْيَبَ رَائِحَةً مِنْ رَائِحَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১৮৪৯ মুহাম্মদ (র)... হুমাইদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে নবী করীম ﷺ -এর (নফল) সাওমের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, যে কোন মাসে আমি তাঁকে সাওম পালনরত অবস্থায় দেখতে চেয়েছি, তাঁকে সে অবস্থায় দেখেছি, আবার তাঁকে সাওম পালন না করা অবস্থায় দেখতে চাইলে তাও দেখতে পেয়েছি। রাতে যদি তাঁকে সালাত আদায়রত অবস্থায় দেখতে চেয়েছি, তা প্রত্যক্ষ করেছি। আবার ঘুমন্ত দেখতে চাইলে তাও দেখতে পেয়েছি। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাত মুবারক হতে নরম কোন পশমী বা রেশমী কাপড় স্পর্শ করি নাই। আর আমি তাঁর (শরীরের) ঘ্রাণ হতে অধিক সুগন্ধযুক্ত কোন মিশক বা আম্বর পাইনি।

١٢٣٦ بَابُ حَقِّ الضَّيْفِ فِي الصَّوْمِ

১২৩৬. পরিচ্ছেদ ঃ (নফল) সাওমের ব্যাপারে মেহমানের হক

١٨٥٠ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا هَارُوْنُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ يَعْنِيْ اِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَقُلْتُ وَمَا صَوْمُ دَاوُدَ قَالَ نِصْفُ الدَّهْرِ .

১৮৫০ ইসহাক (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে এলেন। এরপর তিনি ['আবদুল্লাহ (রা)] হাদীসটি বর্ণনা করেন অর্থাৎ "তোমার উপর মেহমানের হক আছে, তোমার উপর তোমার স্ত্রীর হক আছে।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সাওমে দাউদ ('আ) কি? তিনি বললেন, "অর্ধেক বছর" (-এর সাওম পালন করা)।

banglainternet.com

١٢٣٧ بَابُ حَقِّ الْجِسْمِ فِي الصَّوْمِ

১২৩৭. পরিচ্ছেদ ঃ নফল সাওমে শরীরের হক

١٨٥١ حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ ، قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ، قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اَلَمْ اُخْبَرْ اَنَّكَ تَصُوْمُ النَّهَارَ وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ فَقُلْتُ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ صُمْ وَاَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ فَاِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ بِحَسْبِكَ اَنْ تَصُوْمَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ فَاِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ اَمْثَالِهَا فَاِذَا ذٰلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ فَشَدَّدْتُ عَلَيْهِ فَشُدِّدَ عَلَيَّ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اَجِدُ قُوَّةً قَالَ فَصُمْ صِيَامَ نَبِيِّ اللّٰهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا تَزِدْ عَلَيْهِ ، قُلْتُ وَمَا كَانَ صِيَامُ نَبِيِّ اللّٰهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ نِصْفُ الدَّهْرِ فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَقُوْلُ بَعْدَ مَا كَبِرَ يَا لَيْتَنِيْ قَبِلْتُ رُخْصَةَ النَّبِيِّ ﷺ .

১৮৫১ মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন ঃ হে 'আবদুল্লাহ! আমি এ সংবাদ পেয়েছি যে, তুমি প্রতিদিন সাওম পালন কর এবং সারারাত সালাত আদায় করে থাক। আমি বললাম, ঠিক (শুনেছেন) ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন ঃ এরূপ করবে না (বরং মাঝে মাঝে) সাওম পালন কর আবার সাওম ছেড়েও দাও। (রাতে) সালাত আদায় কর আবার ঘুমাও। কেননা তোমার উপর তোমার শরীরের হক রয়েছে, তোমার চোখের হক রয়েছে, তোমার উপর তোমার স্ত্রীর হক আছে, তোমার মেহমানের হক আছে। তোমার জন্য যথেষ্ট যে, তুমি প্রত্যেক মাসে তিন দিন সাওম পালন কর। কেননা নেক আমলের বদলে তোমার জন্য রয়েছে দশগুণ নেকী। এভাবে সারা বছরের সাওম হয়ে যায়। আমি (বললাম) আমি এর চেয়েও কঠোর আমল করতে সক্ষম। তখন আমাকে আরও কঠিন আমলের অনুমতি দেওয়া হল। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আরো বেশী শক্তি রাখি। তিনি বললেন ঃ তবে আল্লাহর নবী দাউদ ('আ)-এর সাওম পালন কর, এর থেকে বেশী করতে যেয়ো না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহর নবী দাউদ ('আ)-এর সাওম কেমন? তিনি বললেন ঃ অর্ধেক বছর। রাবী বলেন, 'আবদুল্লাহ (রা) বৃদ্ধ বয়সে বলতেন, আহা! আমি যদি নবী করীম ﷺ প্রদত্ত রুখসত (সহজতর বিধান) কবূল করে নিতাম!

١٢٣٨ بَابُ صَوْمِ الدَّهْرِ

১২৩৮. পরিচ্ছেদ ঃ পুরা বছর সাওম পালন করা

١٨٥٢ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَاَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ اُخْبِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنِّيْ اَقُوْلُ وَاللّٰهِ لَاَصُوْمَنَّ النَّهَارَ وَلَاَقُوْمَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ،

banglainternet.com

فَقُلْتُ لَهُ قَدْ قُلْتُهُ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ قَالَ فَاِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيْعُ ذٰلِكَ فَصُمْ وَاَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ فَاِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا ، وَذٰلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ قُلْتُ اِنِّى اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَاَفْطِرْ يَوْمَيْنِ قُلْتُ اِنِّىْ اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَاَفْطِرْ يَوْمًا فَذٰلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَهُوَ اَفْضَلُ الصِّيَامِ فَقُلْتُ اِنِّىْ اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ .

১৮৫২ আবুল ইয়ামান (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আমার সম্পর্কে এ কথা পৌঁছে যায় যে, আমি বলেছি, আল্লাহর কসম, আমি যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন সাওম পালন করব এবং রাতভর সালাত আদায় করব। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করায় আমি বললাম, আপনার উপর আমার পিতা-মাতা কুরবান হোন! আমি এ কথা বলেছি। তিনি বললেন ঃ তুমি তো এরূপ করতে সক্ষম হবে না। বরং তুমি সাওম পালন কর ও ছেড়েও দাও, (রাতে) সালাত আদায় কর ও নিদ্রা যাও। তুমি মাসে তিন দিন করে সাওম পালন কর, কারণ নেক কাজের ফল তার দশগুণ; এভাবেই সারা বছরের সাওম পালন হয়ে যাবে। আমি বললাম, আমি এর থেকে বেশী করার সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন ঃ তাহলে একদিন সাওম পালন কর এবং দু'দিন ছেড়ে দাও। আমি বললাম, আমি এর থেকে বেশী করার শক্তি রাখি। তিনি বললেন ঃ তাহলে একদিন সাওম পালন কর আর একদিন ছেড়ে দাও। এই হল দাউদ ('আ)-এর সাওম এবং এই হল সর্বোত্তম (সাওম)। আমি বললাম, আমি এর চেয়ে বেশী করার সামর্থ্য রাখি। নবী করীম ﷺ বললেন ঃ এর চেয়ে উত্তম সাওম (রাখার পদ্ধতি) আর নেই।

١٢٣٩ بَابُ حَقِّ الاَهْلِ فِى الصَّوْمِ رَوَاهُ اَبُوْ جُحَيْفَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ

১২৩৯. পরিচ্ছেদ ঃ সাওম পালনের ব্যাপারে পরিজনের হক। আবূ জুহায়ফা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন

١٨٥٣ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ عَطَاءً اَنَّ اَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا بَلَغَ النَّبِىَّ ﷺ اَنِّىْ اَسْرُدُ الصَّوْمَ وَاُصَلِّى اللَّيْلَ فَاِمَّا اَرْسَلَ اِلَىَّ وَاِمَّا لَقِيْتُهُ فَقَالَ اَلَمْ اُخْبَرْ اَنَّكَ تَصُوْمُ وَلاَ تُفْطِرُ وَتُصَلِّى وَلاَ تَنَامُ فَصُمْ وَاَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ فَاِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِنَفْسِكَ وَاَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، قَالَ اِنِّىْ لاَقْوٰى لِذٰلِكَ قَالَ فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ فَكَيْفَ قَالَ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَكَانَ لاَ يَفِرُّ اِذَا لاَقَى قَالَ مَنْ لِىْ بِهٰذَا يَانَبِىَّ اللّٰهِ قَالَ عَطَاءٌ لاَ اَدْرِىْ كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الاَبَدِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَصَامَ مَنْ صَامَ الاَبَدَ مَرَّتَيْنِ .

banglainternet.com

১৮৫৩ 'আমর ইবন 'আলী (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ-এর

নিকট এ সংবাদ পৌঁছে যে, আমি একটানা সাওম পালন করি এবং রাতভর সালাত আদায় করি। এরপর হয়ত তিনি আমার কাছে লোক পাঠালেন অথবা আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করলাম। তিনি বললেন ঃ আমি কি এ কথা ঠিক শুনি নাই যে, তুমি সাওম পালন করতে থাক আর ছাড় না এবং তুমি (রাতভর) সালাত আদায় করতে থাক আর ঘুমাও না? (রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন) ঃ তুমি সাওম পালন কর এবং মাঝে মাঝে তা ছেড়েও দাও। রাতে সালাত আদায় কর এবং নিদ্রাও যাও। কেননা তোমার উপর তোমার চোখের হক রয়েছে এবং তোমার নিজের শরীরের ও তোমার পরিবারের হক তোমার উপর আছে। 'আবদুল্লাহ (রা) বললেন, আমি এর চেয়ে বেশী শক্তি রাখি। তিনি [রাসূলুল্লাহ ﷺ] বললেন ঃ তাহলে তুমি দাউদ ('আ)-এর সিয়াম পালন কর। রাবী বলেন, 'আবদুল্লাহ (রা) বললেন, তা কিভাবে? তিনি বললেন ঃ দাউদ ('আ) একদিন সাওম পালন করতেন, একদিন ছেড়ে দিতেন এবং তিনি (শত্রুর) সম্মুখীন হলে পলায়ন করতেন না। 'আবদুল্লাহ (রা) বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমাকে এ শক্তি কে যোগাবে? বর্ণনাকারী 'আতা (র) বলেন, (এই হাদীসে) কি ভাবে সব সময়ের সিয়ামের প্রসঙ্গ আসে সে কথাটুকু আমার মনে নেই (অবশ্য) এতটুকু মনে আছে যে, নবী করীম ﷺ দু'বার এ কথাটি বলেছেন, সব সময়ের সাওম কোন সাওম নয়।

١٢٤٠ بَابُ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ

১২৪০. পরিচ্ছেদ ঃ একদিন সাওম পালন করা ও একদিন ছেড়ে দেওয়া

١٨٥٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ قَالَ أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا فَقَالَ اقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ فِي ثَلاَثٍ .

১৮৫৪ মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেন ঃ তুমি প্রতি মাসে তিন দিন সাওম পালন কর। 'আবদুল্লাহ (রা) বললেন, আমি এর চাইতে বেশী করার শক্তি রাখি। এভাবে তিনি বৃদ্ধির আবেদন করতে লাগলেন যে, অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ একদিন সাওম পালন কর আর একদিন ছেড়ে দাও এবং আরো বললেন ঃ প্রতি মাসে (এক খতম) কুরআন পাঠ কর। তিনি বললেন, আমি এর চেয়ে বেশী শক্তি রাখি। এভাবে বলতে লাগলেন, অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তাহলে তিন দিনে (পাঠ কর)।

١٢٤١ بَابُ صَوْمِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ

১২৪১. পরিচ্ছেদ ঃ দাউদ ('আ)-এর সাওম

banglainternet.com

١٨٥٥ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ الْمَكِّيَّ وَكَانَ شَاعِرًا

وَكَانَ لاَ يُتَّهَمُ فِيْ حَدِيْثِهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّكَ لَتَصُوْمُ الدَّهْرَ وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ فَقُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ اِنَّكَ اِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ وَنَفِهَتْ لَهُ النَّفْسُ لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ صَوْمُ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ قُلْتُ فَاِنِّيْ اُطِيْقُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلاَ يَفِرُّ اِذَا لاَقَى .

১৮৫৫ আদম (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কি সব সময় সাওম পালন কর এবং রাতভর সালাত আদায় করে থাক? আমি বললাম, জী হাঁ। তিনি বললেন ঃ তুমি এরূপ করলে চোখ বসে যাবে এবং শরীর দুর্বল হয়ে পড়বে। যে সারা বছর সাওম পালন করে সে যেন সাওম পালন করে না। মাসে তিন দিন করে সাওম পালন করা সারা বছর সাওম পালনের সমতুল্য। আমি বললাম, আমি এর চেয়ে বেশী করার সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন ঃ তাহলে তুমি দাউদী সাওম পালন কর, তিনি একদিন সাওম পালন করতেন আর একদিন ছেড়ে দিতেন এবং যখন শত্রুর সম্মুখীন হতেন তখন পলায়ন করতেন না।

١٨٥٦ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ الْوَاسِطِيُّ اَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُو الْمَلِيْحِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ اَبِيْكَ عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو فَحَدَّثَنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذُكِرَ لَهُ صَوْمِيْ فَدَخَلَ عَلَيَّ فَاَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ اَدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفٌ فَجَلَسَ عَلَى الْاَرْضِ وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ ، فَقَالَ اَمَا يَكْفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةُ اَيَّامٍ ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ خَمْسًا ، قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ سَبْعًا ، قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ تِسْعًا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِحْدٰى عَشْرَةَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ شَطْرُ الدَّهْرِ صُمْ يَوْمًا وَاَفْطِرْ يَوْمًا .

১৮৫৬ ইসহাক ওয়াসিতী (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আমার সাওমের আলোচনা করায় তিনি আমার এখানে আগমন করেন। আমি তাঁর জন্য খেজুরের গাছের ছালে পরিপূর্ণ চামড়ার বালিশ (হেলান দিয়ে বসার জন্য) পেশ করলাম। তিনি মাটিতে বসে পড়লেন। বালিশটি তাঁর ও আমার মাঝে পড়ে থাকল। তিনি বললেন ঃ প্রতি মাসে তুমি তিন দিন রোযা রাখলে হয় না? 'আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (আরো)। তিনি বললেন ঃ সাত দিন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (আরো)। তিনি বললেন ঃ নয় দিন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (আরো)। তিনি বললেন ঃ এগারো দিন। এরপর নবী করীম ﷺ বললেন, দাউদ (আ)-এর সাওমের চেয়ে উত্তম সাওম আর হয় না– অর্ধেক বছর, একদিন সাওম পালন কর ও একদিন ছেড়ে দাও।

banglainternet.com

١٢٤٢ بَابُ صِيَامِ أَيَّامِ الْبِيضِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ

১২৪২. পরিচ্ছেদ ঃ সিয়ামুল বীয ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ (–এর সাওম)

١٨٥٧ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلاَثٍ صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ.

১৮৫৭ আবূ মা'মার (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার বন্ধু ﷺ আমাকে তিনটি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন, প্রতি মাসে তিন দিন করে সাওম পালন করা এবং দু'রাক'আত সালাতুয-যুহা এবং ঘুমানোর পূর্বে বিতর সালাত আদায় করা।

١٢٤٣ بَابُ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَمْ يُفْطِرْ عِنْدَهُمْ

১২৪৩. পরিচ্ছেদ ঃ কারো সাথে সাক্ষাত করতে গিয়ে (নফল) সাওম ভঙ্গ না করা

١٨٥٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدٌ هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ فَأَتَتْهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ قَالَ أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ فِي سِقَائِهِ وَتَمْرَكُمْ فِي وِعَائِهِ فَإِنِّي صَائِمٌ ثُمَّ قَامَ إِلَى نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَصَلَّى غَيْرَ الْمَكْتُوبَةِ فَدَعَا لأُمِّ سُلَيْمٍ وَأَهْلِ بَيْتِهَا فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي خُوَيْصَّةً قَالَ مَا هِيَ قَالَتْ خَادِمُكَ أَنَسٌ فَمَا تَرَكَ خَيْرَ آخِرَةٍ وَلاَ دُنْيَا إِلاَّ دَعَا لِي بِهِ قَالَ اللَّهُمَّ ارْزُقْهُ مَالاً وَوَلَدًا وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَكْثَرَ الأَنْصَارِ مَالاً وَحَدَّثَتْنِي ابْنَتِي أُمَيْنَةُ أَنَّهُ دُفِنَ لِصُلْبِي مَقْدَمَ الْحَجَّاجِ الْبَصْرَةَ بِضْعٌ وَعِشْرُونَ وَمِائَةٌ.

১৮৫৮ মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ (আমার মাতা) উম্মে সুলাইম (রা)-এর ঘরে আগমন করলেন। তিনি তাঁর সামনে খেজুর ও ঘি পেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমাদের ঘি মশকে এবং খেজুর তার বরতনে রেখে দাও। কারণ আমি রোযাদার। এরপর তিনি ঘরের এক পাশে গিয়ে নফল সালাত আদায় করলেন এবং উম্মে সুলাইম (রা) ও তাঁর পরিজনের জন্য দুআ করলেন। উম্মে সুলাইম আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার একটি ছোট ছেলে আছে। তিনি বললেন ঃ কে সে? উম্মে সুলাইম (রা) বললেন, আপনার খাদেম আনাস। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় কল্যাণের দু'আ করলেন। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ! তুমি তাকে মাল ও সন্তান-সন্ততি দান কর এবং তাকে বরকত দাও। আনাস (রা) বলেন, আমি আনসারগণের মধ্যে অধিক সম্পদশালীদের একজন এবং আমার কন্যা উমায়না আমাকে জানিয়েছে যে, হাজ্জাজ (ইবন ইউসুফ)-এর বসরায় আগমনের পূর্ব পর্যন্ত একশত বিশের অধিক আমার নিজের সন্তান মারা গেছে।

banglainternet.com

١٨٥٩ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنِىْ حُمَيْدٌ سَمِعَ اَنَسًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ

১৮৫৯ ইবন আবূ মারইয়াম (র)... হুমায়দ (র) আনাস (রা)-কে নবী করীম ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছেন।

١٢٤٤ بَابُ الصَّوْمِ مِنْ اٰخِرِ الشَّهْرِ

১২৪৪. পরিচ্ছেদ ঃ মাসের শেষভাগে সাওম পালন করা

١٨٦٠ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مَهْدِىٌّ عَنْ غَيْلَانَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا مَهْدِىُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيْرٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ سَاَلَهُ اَوْ سَاَلَ رَجُلاً وَعِمْرَانُ يَسْمَعُ فَقَالَ يَا اَبَا فُلاَنٍ اَمَا صُمْتَ سَرَرَ هٰذَا الشَّهْرِ قَالَ اَظُنُّهُ قَالَ يَعْنِىْ رَمَضَانَ قَالَ الرَّجُلُ لاَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَاِذَا اَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ لَمْ يَقُلِ الصَّلْتُ اَظُنُّهُ يَعْنِىْ رَمَضَانَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَقَالَ ثَابِتٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَشَعْبَانُ اَصَحُّ.

১৮৬০ সালত ইবন মুহাম্মদ (র)... 'ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ তাঁকে অথবা (রাবী বলেন) অন্য এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেন এবং 'ইমরান (রা) তা শুনছিলেন। নবী করীম ﷺ বললেন ঃ হে অমুকের পিতা! তুমি কি এ মাসের শেষভাগে সাওম পালন করনি? (রাবী) বলেন, আমার মনে হয় (আমার ওস্তাদ) বলেছেন, অর্থাৎ রমযান। লোকটি উত্তর দিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! না। তিনি বললেন ঃ যখন সাওম পালন শেষ করবে তখন দু'দিন সাওম পালন করে নিবে। আমার মনে হয় সালত (র) রমযান শব্দটি বর্ণনা করেননি। সাবিত (র) 'ইমরান সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে (مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ) শা'বানের শেষভাগে বলে উল্লেখ করেছেন। আবূ 'আবদুল্লাহ বুখারী (র) বলেন, শা'বান শব্দটি অধিকতর সহীহ।

١٢٤٥ بَابُ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاِذَا اَصْبَحَ صَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَعَلَيْهِ اَنْ يُفْطِرَ يَعْنِىْ اِذَا لَمْ يَصُمْ قَبْلَهُ وَلاَ يُرِيْدُ اَنْ يَصُوْمَ بَعْدَهُ

১২৪৫. পরিচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিনে সাওম পালন করা। যদি জুমু'আর দিনে সাওম পালনরত অবস্থায় ভোর হয় তবে তার উচিত সাওম ছেড়ে দেওয়া। অর্থাৎ যদি এর আগের দিনে সাওম পালন না করে থাকে এবং পরের দিনে সাওম পালনের ইচ্ছা না থাকে।

١٨٦١ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ سَاَلْتُ جَابِرًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ نَعَمْ زَادَ غَيْرُ اَبِىْ عَاصِمٍ اَنْ يَنْفَرِدَ بِصَوْمٍ.

banglainternet.com

১৮৬১ আবূ 'আসিম (র)... মুহাম্মদ ইবন 'আব্বাদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, নবী করীম ﷺ কি জুমু'আর দিনে (নফল) সাওম পালন করতে নিষেধ করেছেন? উত্তরে তিনি বললেন, হাঁ। আবূ 'আসিম (র) ব্যতীত অন্যেরা অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, পৃথকভাবে জুমু'আর দিনের সাওম পালন (-কে নিষেধ করেছেন)।

١٨٦٢ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ ابْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ ثَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَصُوْمَنَّ اَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِلاَّ يَوْمًا قَبْلَهُ اَوْ بَعْدَهُ .

১৮৬২ 'উমর ইবন হাফস ইবন গিয়াস (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের কেউ যেন শুধু জুমু'আর দিনে সাওম পালন না করে কিন্তু তার আগে একদিন অথবা পরের দিন (যদি পালন করে তবে জুমু'আর দিনে সাওম পালন করা যায়)।

١٨٦٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ اَصُمْتِ اَمْسِ قَالَتْ لاَ قَالَ تُرِيْدِيْنَ اَنْ تَصُوْمِيْنَ غَدًا قَالَتْ لاَ قَالَ فَاَفْطِرِيْ وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ الْجَعْدِ سَمِعَ قَتَادَةَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ اَيُّوْبَ اَنَّ جُوَيْرِيَةَ حَدَّثَتْهُ فَاَمَرَهَا فَاَفْطَرَتْ .

১৮৬৩ মুসাদ্দাদ ও মুহাম্মদ (র)... জুয়াইরিয়া বিনতে হারিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ জুমু'আর দিনে তাঁর নিকট প্রবেশ করেন তখন তিনি (জুয়াইরিয়া) সাওম পালনরত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কি গতকাল সাওম পালন করেছিলে? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কি আগামীকাল সাওম পালনের ইচ্ছা রাখ? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তাহলে সাওম ভেঙ্গে ফেল। হাম্মাদ ইবনুল জা'দ (র) স্বীয় সূত্রে জুয়াইরিয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে আদেশ দেন এবং তিনি সাওম ভঙ্গ করেন।

١٢٤٦ بَابٌ هَلْ يَخُصُّ شَيْئًا مِنَ الاَيَّامِ

১২৪৬. পরিচ্ছেদ ঃ সাওম পালনের (উদ্দেশ্যে) কোন দিন কি নির্দিষ্ট করা যায়?

١٨٦٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخُصُّ مِنَ الاَيَّامِ شَيْئًا قَالَتْ لاَ كَانَ عَمَلُهُ دِيْمَةً وَاَيُّكُمْ يُطِيْقُ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُطِيْقُ .

banglainternet.com

১৮৬৪ মুসাদ্দাদ (র)... 'আলকামা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি কোন দিন কোন কাজের জন্য নির্দিষ্ট করে নিতেন? উত্তরে তিনি বললেন, না, বরং তাঁর আমল স্থায়ী হতো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ যে সব আমল করার শক্তি-সামর্থ্য রাখতেন তোমাদের মধ্যে কে আছে যে সে সবের সামর্থ্য রাখে?

١٢٤٧ بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ

১২৪৭. পরিচ্ছেদ ঃ 'আরাফাতের দিনে সাওম পালন করা

١٨٦٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثُنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ حَدَّثَنِيْ سَالِمٌ حَدَّثَنِيْ عُمَيْرٌ مَوْلٰى اُمِّ الْفَضْلِ اَنَّ اُمَّ الْفَضْلِ حَدَّثَتْهُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِي النَّضْرِ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ اُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ اَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِيْ صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ فَاَرْسَلَتْ اُمُّ الْفَضْلِ اِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلٰى بَعِيْرِهِ فَشَرِبَهُ.

১৮৬৫ মুসাদ্দাদ (র) ও 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... উম্মুল ফাযল বিনত হারিস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, কিছুসংখ্যক লোক 'আরাফাতের দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাওম পালন সম্পর্কে তাঁর কাছে সন্দেহ প্রকাশ করে। তাদের কেউ বলল, তিনি সাওম পালন করেছেন। আর কেউ বলল, না, তিনি করেন নাই। এতে উম্মুল ফাযল (রা) এক পেয়ালা দুধ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন এবং তিনি তা পান করে নিলেন। এ সময় তিনি উটের পিঠে ('আরাফাতে) উকূফ অবস্থায় ছিলেন।

١٨٦٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّاسَ شَكُّوْا فِيْ صِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ فَاَرْسَلَتْ اِلَيْهِ بِحِلَابٍ وَهُوَ وَاقِفٌ فِي الْمَوْقِفِ فَشَرِبَ مِنْهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُوْنَ .

১৮৬৬ ইয়াহ্ইয়া ইবন সুলায়মান (র)... মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত যে, কিছু সংখ্যক লোক 'আরাফাতের দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাওম পালন সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করলে তিনি স্বল্প পরিমাণ দুধ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পাঠিয়ে দিলে তিনি তা পান করলেন ও লোকেরা তা প্রত্যক্ষ করছিল। তখন তিনি ('আরাফাতে) অবস্থান স্থলে ওকূফ করছিলেন।[১]

١٢٤٨ بَابُ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ

১২৪৮. পরিচ্ছেদ ঃ ঈদুল ফিতরের দিনে সাওম পালন করা

banglainternet.com

১. নবী সহধর্মিণী মায়মূনা (রা) ও 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা)-এর মাতা উম্মুল ফাযল (রা) উভয়ে সহোদরা বোন, উভয়ে পরামর্শ করে দুধ প্রেরণ করেছিলেন অথবা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে প্রেরণ করেছিলেন।

١٨٦٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدٍ مَوْلَى بَنِىْ اَزْهَرَ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ هٰذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْيَوْمُ الْاٰخَرُ تَاْكُلُوْنَ فِيْهِ مِنْ نُسُكِكُمْ ـ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَقَالَ بْنُ عُيَيْنَةَ مَنْ قَالَ مَوْلَى ابْنِ اَزْهَرَ فَقَدْ اَصَابَ وَمَنْ قَالَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَدْ اَصَابَ .

১৮৬৭ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... বনূ আযহারের আযাদকৃত গোলাম আবূ 'উবায়দ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবার ঈদে 'উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম, তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই দুই দিনে সাওম পালন করতে নিষেধ করেছেন। (ঈদুল ফিতরের দিন) যে দিন তোমরা তোমাদের সাওম ছেড়ে দাও। আরেক দিন, যেদিন তোমরা তোমাদের কুরবানীর গোশত খাও। আবূ 'আবদুল্লাহ (র) বলেন, ইবন 'উয়ায়না (র) বলেন, যিনি ইবন আযহারের মাওলা বলে উল্লেখ করেছেন, তিনি ঠিক বর্ণনা করেছেন; আর যিনি 'আবদুর রহমান ইবন 'আওফ (রা)-এর মাওলা বলেছেন, তিনিও ঠিক বর্ণনা করেছেন।

١٨٦٨ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ وَعَنِ الصَّمَّاءِ وَاَنْ يَحْتَبِىَ الرَّجُلُ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَعَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ .

১৮৬৮ মূসা ইবন ইসমা'ঈল (র)... আবূ সা'ঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল ফিতরের দিন এবং কুরবানীর ঈদের দিন সাওম পালন করা থেকে, 'সাম্মা'[১] ধরনের কাপড় পরিধান করতে, এক কাপড় পরিধানরত অবস্থায় দুই হাঁটু তুলে নিতম্বের উপর বসতে (কেননা এতে সতর প্রকাশ পাওয়ার আশংকা রয়েছে) এবং ফজর ও 'আসরের পরে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।

١٢٤٩ بَابُ الصَّوْمِ يَوْمَ النَّحْرِ

১২৪৯. পরিচ্ছেদ ঃ কুরবানীর দিন সাওম পালন

١٨٦٩ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِيْنَاءَ قَالَ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نُهِىَ عَنْ صِيَامَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ وَالْمُلَامَسَةِ الْمُنَابَذَةِ .

১৮৬৯ ইবরাহীম ইবন মূসা (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দু' (দিনের) সাওম ও দু'

banglainternet.com

১. সাম্মা-এক, কাপড় এমনভাবে জড়িয়ে পরিধান করা যাতে দু'হাত আটকে যায় এবং হাত বের করতে গেলে সতর প্রকাশ পাওয়ার আশংকা থাকে।

(প্রকারের) ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করা হয়েছে, ঈদুল ফিতর ও কুরবানীর (দিনের) সাওম এবং মুলামাসা ও মুনাবাযা[১] (পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয়) হতে।

١٨٧٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ثَنَا مُعَاذٌ اَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَقَالَ رَجُلٌ نَذَرَ اَنْ يَصُوْمَ يَوْمًا اَظُنُّهُ قَالَ الْاِثْنَيْنِ فَوَافَقَ يَوْمَ عِيْدٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ اَمَرَ اللّٰهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ هٰذَا الْيَوْمِ .

১৮৭০ মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)... যিয়াদ ইবন জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি এসে ('আবদুল্লাহ) ইবন 'উমর (রা)-কে বলল যে, এক ব্যক্তি কোন এক দিনের সাওম পালন করার মানত করেছে, আমার মনে হয় সে সোমবারের কথা বলেছিল। ঘটনাক্রমে ঐ দিন ঈদের দিন পড়ে যায়। ইবন 'উমর (রা) বললেন, আল্লাহ তা'আলা মানত পুরা করার নির্দেশ দিয়েছেন আর নবী করীম ﷺ এই (ঈদের) দিনে সাওম পালন করতে নিষেধ করেছেন।[২]

١٨٧١ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ قَزَعَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً قَالَ سَمِعْتُ اَرْبَعًا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَاَعْجَبْنَنِيْ قَالَ لَا تُسَافِرِ الْمَرْاَةُ مَسِيْرَةَ يَوْمَيْنِ اِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا اَوْ ذُوْ مَحْرَمٍ وَلَا صَوْمَ فِيْ يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالْاَضْحٰى وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلَّا اِلٰى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى وَمَسْجِدِيْ هٰذَا .

১৮৭১ হাজ্জাজ ইবন মিনহাল (র)... আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, যিনি নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে বারটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ থেকে চারটি কথা শুনেছি, যা আমার খুব ভালো লেগেছে। তিনি বলেছেন, স্বামী অথবা মাহরাম (যার সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ) পুরুষ ছাড়া কোন নারী যেন দুই দিনের দূরত্বের সফর না করে। ঈদুল ফিতর ও কুরবানীর দিনে সাওম নেই। ফজরের সালাতের পরে সূর্যোদয় এবং 'আসরের সালাতের পরে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোন সালাত নেই। মসজিদে হারাম, মসজিদে আকসা ও আমার এই মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে কেউ যেন সফর না করে।

١٢٥٠ بَابُ صِيَامِ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ :

وَقَالَ لِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ هِشَامٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا تَصُوْمُ اَيَّامَ مِنًى وَكَانَ اَبُوْهَا يَصُوْمُهَا

banglainternet.com

১. জাহিলিয়্যা যুগে প্রচলিত প্রতারণামূলক দু' প্রকার ক্রয়-বিক্রয়। এতে বিক্রেতা অথবা ক্রেতার স্বাধীন মত প্রকাশের অবকাশ মিলতো না। পর্দার অন্তরাল থেকে না দেখে স্পর্শ করার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করাকে মুলামাসা এবং কাপড় বা কংকর ছুঁড়ে মেরে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করাকে মুনাবাযা বলা হয়। – বুখারী শরীফ, ১ম খণ্ড, পৃ ২৬৭, টীকা নং ৬, আসাহহুল মাতাবে, দিল্লী।

২. ঈদের পরে কোন একদিন কাযা করে নিবে বলে ফতওয়া দেওয়া হয়েছে।

১২৫০. পরিচ্ছেদ ঃ আইয়্যামে তাশরীকে সাওম পালন করা;

মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)... হিশাম (র) সূত্রে বর্ণিত যে, আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, 'আয়িশা (রা) মিনাতে (অবস্থানের) দিনগুলোতে সাওম পালন করতেন। আর তাঁর পিতাও সে দিনগুলোতে সাওম পালন করতেন

١٨٧٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عِيْسٰى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالاَ لَمْ يُرَخَّصْ فِيْ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ اَنْ يُصَمْنَ اِلاَّ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ .

১৮৭২ মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র)... 'আয়িশা (রা) ও ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে বলেন, যাঁর নিকট কুরবানীর পশু নেই তিনি ছাড়া অন্য কারও জন্য আইয়্যামে তাশরীকে সাওম পালন করার অনুমতি দেওয়া হয় নাই।

١٨٧٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ اِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ فَاِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا وَلَمْ يَصُمْ صَامَ اَيَّامَ مِنًى وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلُهُ تَابَعَهُ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ .

১৮৭৩ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি একই সঙ্গে হজ্জ ও 'উমরা পালনের সুযোগ লাভ করল সে 'আরাফাত দিবস পর্যন্ত সাওম পালন করবে। সে যদি কুরবানী না করতে পারে এবং সাওমও পালন না করে থাকে তবে মিনার দিনগুলোতে সাওম পালন করবে।১ ইবন শিহাব (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইবরাহীম ইবন সা'দ (র) ইবন শিহাব (র) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٢٥١ بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ

১২৫১. পরিচ্ছেদ ঃ 'আশূরার দিনে সাওম পালন করা

١٨٧٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ اِنْ شَاءَ صَامَ .

১৮৭৪ আবূ 'আসিম (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ 'আশূরার দিনে কেউ চাইলে সাওম পালন করতে পারে।

banglainternet.com

১. অধিকাংশ ইমামের মতে আইয়্যামে মিনা অর্থাৎ যিলহজ্জ মাসের ১১, ১২ তারিখ (কারো মতে ১৩ তারিখও) রোযা রাখা নিষিদ্ধ; যা অন্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আলোচ্য হাদীসটি যাঁরা অনুমতি দিয়েছেন, তাঁদের সমর্থনে। সম্ভবতঃ ইমাম বুখারী (র)-ও এই মত পোষণ করেন।

١٨٧٥ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ اَفْطَرَ .

১৮৭৫ আবুল ইয়ামান (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে 'আশূরার দিনে সাওম পালনের নির্দেশ দিয়েছিলেন, পরে যখন রমযানের সাওম ফরয করা হলো তখন যার ইচ্ছা ('আশূরার) সাওম পালন করত আর যার ইচ্ছা করত না।

١٨٧٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ تَصُوْمُهُ قُرَيْشٌ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ صَامَهُ وَاَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ .

১৮৭৬ 'আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহিলিয়্যাতের যুগে কুরাইশগণ 'আশূরার সাওম পালন করত এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও এ সাওম পালন করতেন। যখন তিনি মদীনায় আগমন করেন তখনও এ সাওম পালন করেন এবং তা পালনের নির্দেশ দেন। যখন রমযানের সাওম ফরয করা হল তখন 'আশূরার সাওম ছেড়ে দেয়া হলো, যার ইচ্ছা সে পালন করবে আর যার ইচ্ছা পালন করবে না।

١٨٧٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ اَبِىْ سُفْيَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ يَا اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ اَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ هٰذَا يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ وَاَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ .

১৮৭৭ 'আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র)... হুমায়দ ইবন 'আবদুর রাহমান (র) থেকে বর্ণিত, যে বছর মু'আবিয়া (রা) হজ্জ করেন সে বছর 'আশূরার দিনে (মসজিদে নববীর) মিম্বরে তিনি (রাবী) তাঁকে বলতে শুনেছেন যে, হে মদীনাবাসিগণ! তোমাদের 'আলিমগণ কোথায়? আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আজকে 'আশূরার দিন, আল্লাহ তা'আলা এর সাওম তোমাদের উপর ফরয করেননি বটে, তবে আমি (আজ) সাওম পালন করছি। যার ইচ্ছা সে সাওম পালন করুক যার ইচ্ছা সে পালন না করুক।

١٨٧٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ فَرَاَى الْيَهُوْدَ تَصُوْمُ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَقَالَ مَا هٰذَا قَالُوْا هٰذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هٰذَا يَوْمٌ نَجَّى اللّٰهُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوْسٰى قَالَ فَاَنَا اَحَقُّ بِمُوْسٰى مِنْكُمْ

banglainternet.com

فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ .

১৮৭৮ আবূ মা'মার (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় আগমন করে দেখতে পেলেন যে, ইয়াহূদীগণ 'আশূরার দিনে সাওম পালন করে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কি ব্যাপার? (তোমরা এ দিনে সাওম পালন কর কেন?) তারা বলল, এ অতি উত্তম দিন, এ দিনে আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে তাদের শত্রুর কবল হতে নাজাত দান করেন, ফলে এ দিনে মূসা ('আ) সাওম পালন করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আমি তোমাদের অপেক্ষা মূসার অধিক নিকটবর্তী, এরপর তিনি এ দিনে সাওম পালন করেন এবং সাওম পালনের নির্দেশ দেন।

١٨٧٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ اَبِيْ عُمَيْسٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ تَعُدُّهُ الْيَهُوْدُ عِيْدًا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَصُوْمُوْهُ اَنْتُمْ .

১৮৭৯ 'আলী ইবন 'আবদুল্লাহ (র)... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আশূরার দিনকে ইয়াহূদীগণ ঈদ মনে করত। নবী করীম ﷺ (সাহাবীগণকে) বললেন ঃ তোমরাও এ দিনের সাওম পালন কর।

١٨٨٠ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَحَرّٰى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلٰى غَيْرِهِ اِلاَّ هٰذَا الْيَوْمَ ، يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَهٰذَا الشَّهْرَ يَعْنِيْ شَهْرَ رَمَضَانَ .

১৮৮০ 'উবায়দুল্লাহ ইবন মূসা (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে 'আশূরার দিনের সাওমের উপরে অন্য কোন দিনের সাওমকে প্রাধান্য প্রদান করতে দেখি নাই এবং এ মাস অর্থাৎ রমযান মাস (এর উপর অন্য মাসের গুরুত্ব প্রদান করতেও দেখি নাই)।

١٨٨١ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ هُوَ ابْنُ اَبِيْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً مِنْ اَسْلَمَ اَنْ اَذِّنْ فِي النَّاسِ اَنَّ مَنْ كَانَ اَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ اَكَلَ فَلْيَصُمْ فَاِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ .

১৮৮১ মক্কী ইবন ইবরাহীম (র)... সালামা ইবন আকওয়া' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তিকে লোকজনের মধ্যে এ মর্মে ঘোষণা দিতে আদেশ করলেন যে, যে ব্যক্তি খেয়েছে, সে যেন দিনের বাকি অংশে সাওম পালন করে আর যে খায় নাই, সে যেন সাওম পালন করে। কেননা আজকের দিন 'আশূরার দিন।

banglainternet.com